Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 10, October 2019

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Abdul Haque, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ-৬৩,সংখ্যা-১০, আশ্বিন-কার্তিক-১৪২৬, অক্টোবর-২০১৯

এ সংখ্যায়

- .....
- .....
- .....

- .....
- .....
- .....

- ছড়া-কবিতা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৩ ■ সংখ্যা ১০
আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৬
অক্টোবর ২০১৯

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
bsagrodoot@gmail.com
pr@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

প্রকৃতিতে হেমন্ত সমাগত। কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। মিষ্টি রোদের আদর। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত। পাতাঝরা বৃক্ষের নৃত্য। এসব 'ঋতুকন্যা' হেমন্তের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির নিয়মেই হেমন্ত নিয়ে আসে হিম হিম মৃদু কুয়াশা। চারদিকে নতুন ধানের মিষ্টি গন্ধ। কৃষিনির্ভর জনজীবনে হেমন্ত সৃষ্টির আনন্দ-উল্লাসের কবিতার মতো।

হেমন্তের ঐ শিশির নাওয়া হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠল মেতে।
টইটুম্বুর ঝিলের জলে
ফাঁটা রোদের মানিক জ্বলে
চন্দ্র ঘুমায় গগন তলে
সাদা মেঘের আঁচল পেতে।

(জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম)

অভাব-অনটন শেষে সমৃদ্ধির সোনালি উদ্ভাস। আবহমানকাল থেকেই হেমন্ত মানেই কৃষকের মুখে অনাবিল হাসি। বাংলা দিনপঞ্জিকার আশ্বিন এবং কার্তিক মাসের সমন্বয়ে খ্রিষ্টিয় পঞ্জিকার অক্টোবর মাস। শরত হেমন্তের যুগলমিলনের এই ক্ষণে বাংলার মাঠে মাঠে আদিগন্ত কচি ধানের সমারোহ। নতুন আশায় দিন গুণেন বাংলার কৃষক।

শরত হেমন্তের সন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা। এবারের জাতীয় কাউন্সিলে যাঁরা অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়েছেন, অগ্রদূত পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এবারের অগ্রদূত সংখ্যায় আমরা জাতীয় কাউন্সিলের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার উপর ছবিসহ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি, সেই সাথে রয়েছে নিয়মিত সকল বিভাগ, ধারাবাহিক রচনা, ফিচার, প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ স্কাউট সংবাদ।

সূচীপত্র

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত	৩
২০১৮ সালে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত ব্যক্তিবর্গ	৪
২০১৮ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত ব্যক্তিবর্গ	৫
বিয়োগান্তক ২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৭	৬
বিশ্বব্যাপী ৬২তম জোটা ও ২৩তম জোটি অনুষ্ঠিত	৮
মৌচাকে অনুষ্ঠিত হল ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী	১০
বদলে গেছে বাংলা দিনপঞ্জি	১৩
বুক রিভিউ লেখার কৌশল	১৫
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী	২৫
স্বাস্থ্য কথা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
ছড়া-কবিতা	৩০
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, pr@scouts.gov.bd
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

৩০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ, বুধবার, বিকাল ০৩:৩০ মিনিটে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী, এমপি কাউন্সিল সভার শুভ উদ্বোধন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর পক্ষে রাষ্ট্রপতির লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কাউট আন্দোলনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর চিফ কমিশনার Mr.K. K. Khandelwal সহ ১২ জন স্কাউটারের মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ব্যাঘ্র" এবং ১৫ জন স্কাউটারের মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ইলিশ" প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় কাউন্সিলের কাউন্সিলরসহ মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্য, সিনিয়র সচিববৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে সাধারণ সভার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৪৭তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ, বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক কার্যাবলীর প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন, বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের নীরিক্ষিত হিসাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন, বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট অবহিতকরণ করা হয়। সভায় প্রায় ৩০০জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন।

■ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
নির্বাহী সম্পাদক
অগ্রদূত

২০১৮ সালে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ‘রৌপ্য ব্যাঘ্র’ পদকে ভূষিত ব্যক্তিবর্গ

১. **স্কাউটার এম এম ফজলুল হক আরিফ**
জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন)
বাংলাদেশ স্কাউটস

২. **Scouter K. K. Khandelwal**
Chief National Commissioner
Bharat Scouts & Guides

৩. **স্কাউটার মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, এলটি**
জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

৪. **স্কাউটার শরীফ আহমেদ কামাল, এলটি**
জাতীয় উপ কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস)
বাংলাদেশ স্কাউটস

৫. **স্কাউটার আরশাদুল মুকাদ্দিস, এলটি**
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

৬. **স্কাউটার মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঞা**
সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল

৭. **স্কাউটার মোঃ আবু তাহের মিয়া, এলটি**
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা

৮. **স্কাউটার মোঃ তারা মিয়া, এএলটি**
ইউনিট লিডার,
লেতু মন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

৯. **স্কাউটার সমীর রঞ্জন রাহুত, এলটি**
যুগ্ম সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল

১০. **স্কাউটার মোঃ আবদুল আউয়াল ভূঁইয়া, এলটি**
সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চল

১১. **স্কাউটার মুহম্মদ জালাল উদদীন, এলটি**
বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল

১২. **স্কাউটার কমল কান্তি গোপ, এএলটি**
সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা রোভার

বাংলাদেশ স্কাউটসের অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য অন্যান্য অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে “রৌপ্য ব্যাঘ্র” এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে “রৌপ্য ইলিশ”

২০১৮ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ‘রৌপ্য ইলিশ’ পদকে ভূষিত ব্যক্তিবর্গ

১. **স্কাউটার শেখ ইউসুফ হারুন**
জাতীয় কমিশনার (বিধি), বাংলাদেশ স্কাউটস
ও
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২. **স্কাউটার মোঃ মোহসীন**
জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), বাংলাদেশ স্কাউটস
ও
অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৩. **স্কাউটার ফাহমিদা এএলটি**
জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস

৪. **স্কাউটার তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ, এলটি**
যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

৫. **স্কাউটার ড. সাধন কুমার বিশ্বাস, এলটি**
কোষাধ্যক্ষ
বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন

৬. **স্কাউটার উত্তম কুমার হাজরা, এলটি**
সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন

৭. **স্কাউটার মোঃ সেকেন্দার আলী সরদার, এলটি**
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস, গাজীপুর জেলা

৮. **স্কাউটার মোঃ নওশাদ আলী, এলটি**
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল

৯. **স্কাউটার মোঃ মমতাজ উদ্দিন তালুকদার, এএলটি**
কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন

১০. **স্কাউটার নকুল চন্দ্র রায়, এলটি**
সহ সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস, গাইবান্ধা জেলা

১১. **স্কাউটার এ এসএম মোকাররম হোসেন সরকার, এএলটি**
জেলা স্কাউট লিডার
ময়মনসিংহ

১২. **স্কাউটার মোঃ মতিউর রহমান, এএলটি**
বাংলাদেশ স্কাউটস, ভালুকা উপজেলা, ময়মনসিংহ

১৩. **স্কাউটার এ. কে.এম সেলিম চৌধুরী, এলটি**
সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

১৪. **স্কাউটার প্রফেসর মোজাহেদ হোসাইন এলটি**
বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

১৫. **স্কাউটার প্রফেসর মোঃ মুখলেছুর রহমান, এলটি**
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা

বিয়োগান্তক ২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৭

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাস দুর্ঘটনায় আহত রোভার স্কাউট ফারুক হোসেনকে দেখতে যান — পিআইডি

"সব প্রাণীর প্রাণ তারঁই দেয়া, কারও অধিকার নেই তাতে অধিকার নেওয়া।" মির্জা গালিবের এ উক্তিকেই সত্য বলে মানতে হবে সকলকে। অশ্রুসিক্ত বিয়োগান্তক ২৩ শে অক্টোবর বেদনা বিধুর একটি দিন। রক্তে ভেজা অভিশপ্ত দিন। আজ থেকে ২২ বছর আগে এই দিনটিতে মেহেরপুর জেলার ৫ জন তরুণ রোভার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হয়। আমি হয়েছিলাম সবথেকে গুরুতর আহত। তখন আমি ছিলাম মেহেরপুর সরকারি কলেজের এইচ,এস,সি দ্বিতীয়বর্ষের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং রোভার দলের একজন সক্রিয় সদস্য। তাই আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল উক্ত গাড়িতে যাইবার। কিন্ত আমার সেই সৌভাগ্য কীভাবে দূর্ভাগ্যে পরিণত হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার কথাই আজ বলছি।

আমাদের মনের মাঝে অনেক দিনের একটি কাঙ্খিত স্বপ্ন লুকিয়ে ছিল আর তা হচ্ছে ২৪-৩০ অক্টোবর সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানে অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করব এবং মেহেরপুরের কৃষ্টিকালচার তুলে ধরব, আরও কত কি সব ভাবনা নিয়ে এবং মুট কর্তৃপক্ষের সরবারহকৃত পরিপত্র অনুযায়ী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানে রোভারদের সেই মিলনক্ষেত্রের ক্ষণটুকু কখন আসবে সকলের প্রতিক্ষার যেন শেষ নেই। অবশেষে সেই কাঙ্খিত সময় এসে গেল। ১৯৯৭ সালের ২০ শে অক্টোবর, মেহেরপুর জেলা রোভার কর্তৃক মেহেরপুর সরকারী কলেজ চত্বরে এক মনোরম পরিবেশে মুটে অংশগ্রহণকারী চারটি দলকে (মেহেরপুর সরকারী কলেজ রোভার দল, মুজিবনগর সরকারি কলেজ রোভার দল, মেহেরুল্লা মুক্ত রোভার দল, মুন্সি জমির উদ্দিন মুক্ত রোভার দল) বিদায় সম্ভাষন দেওয়া হল এবং কখন আমরা সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হব সেই সময় নির্ধারণ করা হলো।

১৯৯৭ সালের ২২ শে অক্টোবর রাত্রি ৮:৩০ মিনিটে মেহেরপুর জেলার চারটি রোভার দলের মোট ৩৬ জন (প্রত্যেক দলে ৮ জন রোভার সদস্য এবং ১ জন রোভার নেতা) সদস্যকে নিয়ে আমাদের রিজার্ভ করা মিনিবাসটি মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার কিছুক্ষন আগে এক ভাবগম্ভির পরিবেশে দোয়া করা হলো যেন সকলে ভালভাবে মুট প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে পারি তার জন্য, দোয়া পরিচালনা করলেন শহীদ রোভার মনিরুল ভাই। কিন্ত বিধিবাম বাস ছাড়ার পর প্রথমেই কলেজ গেটে বাস আটকিয়ে গেল কারণ বাসের ছাদে সাজানো আসবাবপত্র উঁচু হয়েছিল যা গেটের ছাউনিতে আটকিয়ে গিয়েছিল পরে কিছু আসবাবপত্র বাসের মধ্যে নেওয়ার ফলে বাস কলেজ গেট পার হতে পারল। গাড়ি চলতে চলতে আমরা একসময় আরিচা ফেরিঘাটে পৌছায়। রাত্রিতে আমরা কেউ ঘুমিয়েছিলাম না তাই সকলকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এরপর আমাদের গাড়িটি যখন মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকা সড়কে তখন আমার এবং সকলের চোখে ছিল ঘুমের জড়তা। তখন সময় ছিল ২৩ শে অক্টোবর সূর্য পূর্ব আকাশে ওঠার আধ ঘন্টা আগে। আমি ভোরবেলার দিকে ঘুমিয়ে পড়ি তার পর ঘখন আমার ঘুম ভাঙ্গে তখন আমি হাসপাতালের বেডে শুয়ে। আমাদের দূর্ঘটনা ঘটেছিল ঢাকার ধামরাই থানার জয়পুরা নামক স্থানে, বিপরীত দিক

থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আমার সাথে এই দূর্ঘটনাই রোভার মাসুম ভাই, রোভার মনিরুল ভাই, রোভার মাহফুজ, রোভার জাভেদ, রোভার আমিনুল তৎক্ষনাত মৃত্যুবরণ করে এবং আমি ছিলাম সবথেকে গুরুতর আহত। মহান আল্লাহপাক শহীদ রোভার ভাইদের জান্নাত নসিব করুন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বেডে আমি দীর্ঘ ৭৫ দিন অচেতন অবস্থায় (কোমায়) ছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে যখন আমার জ্ঞান ফেরে তখন আমি সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর মত। কারণ তখন আমি কথা বলতে, বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে এমনকি মুখে হাত তুলে খাবার খেতে পারতাম না, হাত দিয়ে লিখতে পারতাম না। দীর্ঘ তিন মাস ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকার পর আমি বাড়ি আসি। আমার সবথেকে বেশি আঘাত লেগেছিল মাথায়, বিশেষ করে মাথার বাম পার্শ্বে। এখানে বাম কানের অর্ধেক সহ কোন চামড়া ছিল না পরে উরু থেকে চামড়া নিয়ে মাথায় লাগানো আছে। যার ক্ষত এখনও বিদ্যামান। এ ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশে আঘাত তো ছিলই। ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট মরহুম বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ও বৃটেনে অবস্থানরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ রোভার অঞ্চলের সম্মানিত স্যারেরা সার্বক্ষনিক আমার খোঁজ-খবর রাখতেন।

তারপর মহান আল্লাহপাক আমাকে আবার এই নতুন জীবনে সবকিছু নতুন করে দান করেছেন। আমাকে শক্তি দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন যার ফলে আমি আবার লেখাপড়া করেছি এবং রোভারিং করেছি। বর্তমানে আমি মুজিবনগর উপজেলায় আমার নিজ গ্রামে অবস্থিত আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি এবং স্কাউটিং এর সহিত জড়িত থাকার অদম্য মনোবাসনা নিয়ে নিজ বিদ্যালয়ের কাব দলের দায়িত্ব বুঝিয়া নিয়েছি। আমি কাব শাখাতে উডব্যাজ প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে মুজিবনগর উপজেলা কাব লিডারের দায়িত্ব পালন করছি। স্কাউটিং আমার ভালবাসা, আমার আবেগ, তাইতো জীবনে এত প্রতিকূলতার মাঝে আমি এখনও একজন সক্রিয় স্কাউটার এবং স্কাউট আন্দোলনকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছি।

আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থা থেকে স্কাউটিং করছি, ১৯৯৪ সালে মৌচাক, গাজিপুরে অনুষ্ঠিত স্কাউট জাম্বুরিতে আমি সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ব্যাক্তিগত জীবনে আমি বিবাহিত এবং এক পুত্র সন্তানের জনক যাহার বয়স ৫ বছর ৬ মাস। ২০১৮ সালে আমি মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলাম যার পুরস্কার স্বরুপ সরকারিভাবে ৭ দিনের ভিয়েতনাম সফরে গিয়েছিলাম। এই সবকিছুই মহান আল্লাহপাকের অশেষ রহমত।

এই মর্মান্তিক সময়ে যাঁরা সাহায্য সহযোগিতা আর অকৃত্তিম সেবার সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে আজও আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল সম্মানিত কর্মকর্তাদের প্রতি।

■ লেখক: মো: ফারুক হোসেন, সহকারী শিক্ষক, আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুজিবনগর, মেহেরপুর ও উপজেলা কাব লিডার, মুজিবনগর উপজেলা, মেহেরপুর।

বিশ্বব্যাপী ৬২তম জোটা ও ২৩তম জোটি অনুষ্ঠিত

সারা দেশে শুরু হয়েছে ৬২ তম জোটা ও ২৩ তম জোটি। বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ১৯ অক্টোবর কার্যক্রমটির উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের বিজ্ঞ সদস্য ও প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব উজ্জল বিকাশ দত্ত, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) জনাব আখতারুজ জামান খান কবির। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) ও সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় জনাব মো: মোফাজ্জেল হোসেন।

১৯৫৮ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা স্কাউটদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার লক্ষে জোটা (জাম্বুরী অন দি এয়ার) আয়োজন করা হয়। Les Mitchell নামে একজন স্কাউটার এবং রেডিও এ্যামেচার যার কলসাইন G3BHK, তিনিই ছিলেন জাম্বুরী অন দি এয়ার এর উদ্যোক্তা। যা বর্তমানে বিশ্ব স্কাউটস সংস্থার সবচেয়ে বড় ইভেন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৫৮ সালে যোগাযোগের মাধ্যম খুব বেশি ছিল না। তখন মোবাইল, টেলিফোন বা ইন্টারনেট ছিলনা বললেই চলে। ওই সময় রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। এতে বিভিন্ন প্রান্তের স্কাউটরা এক অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে পরিচিতি ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। রেডিওতে সংযোগ স্থাপনের জন্য এমেচার রেডিও অপারেটরদের সহযোগীতা প্রয়োজন হয়। যেহেতু রেডিও বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে বা বায়ু মন্ডলের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাই এর নাম জাম্বুরী অন দি এয়ার। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্ব জুড়ে এক সঙ্গে জাম্বুরী অন দি এয়ার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস প্রতিবছর জাম্বুরী অন দি এয়ার আয়োজনে অংশগ্রহন করে। বাংলাদেশ স্কাউটস ক্লাব স্টেশন স্থাপন করে জাম্বুরী অন দি এয়ার আয়োজনে অংশগ্রহনের জন্য S21SHQ নামে একটি কলসাইন গ্রহন করেছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-মেইল সোশাল মিডিয়া এবং ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জোটি (জাম্বুরী অন দি ইন্টারনেট) বাস্তবায়ন করা হয়।

■ লেখক: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

জোটা জোটিতে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা থেকে অভিনন্দন ও উপহার সামগ্রী প্রাপ্তি

১৮-২০ অক্টোবর ২০১৯ সারা বিশ্বে অনুষ্ঠিত হয় ৬২তম জোটা ও ২৩তম জোটি। বাংলাদেশ স্কাউটস স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের উদ্যোগে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ৬২তম জোটা ও ২৩তম জোটি। এবার প্রথম বারের মত কাব স্কাউটরাও আনন্দের সাথে ৬২তম জোটা ও ২৩তম জোটিতে অংশগ্রহণ করে। দেশের সকল উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও বিভিন্ন স্থানে জোটা ও জোটি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চলের কমলাপুর রেলওয়ে আঞ্চলিক স্কাউট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৬২তম জোটা ও ২৩তম জোটিতে ইকোনোমিকেল ওপেন স্কাউট গ্রুপের রোভার স্কাউট মোঃ দেলোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করে এবং জোটা ও জোটির ফটো চ্যালেঞ্জে ১০০০ প্রতিযোগীর মধ্যে বিজয়ী হয়, উক্ত প্রতিযোগীতায় বাংলাদেশ, ফিলিপাইন ও সাইবেরিয়ার প্রতিযোগী বিজয়ী হয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থা থেকে রোভার স্কাউট মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে অভিনন্দন ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী কুরিয়ারে প্রেরণ করে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের অংশগ্রহণে ট্যালেন্ট সার্চ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের ট্যালেন্ট সার্চ প্রতিযোগিত। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয় ও চিত্রাংকন। দিনব্যাপি এ আয়োজনের সমাপনি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান, জাতীয় কমিশনার (এ্যাডাল্ট রিসোর্সেস) জনাব ফেরদৌস আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) প্রফেসর আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার, নির্বাহী পরিচালক, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, যুগ্ম-নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব কে এম সায়দুজ্জামান ও এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব ফরিদ উদ্দিন।

মৌচাকে অনুষ্ঠিত হল ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী

১০ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ ঘেরা শাল-গজারী বন বেষ্টিত মনোরম পরিবেশ ও ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থান জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাক, গাজীপুরে বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হবে ৪র্থ আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী। এই কাব ক্যাম্পুরীতে ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ ঢাকা বিভাগের ১৪টি জেলার প্রায় ৩,৫০০ জন কাব, কাব লিডার ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করবে। আগামী ১০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে বিভিন্ন জেলা থেকে কাব স্কাউট, কাব স্কাউট লিডার ও কর্মকর্তাগণ ক্যাম্পুরী যোগদান করেন।

১১ অক্টোবর শুক্রবার বিকালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছয় দিনব্যাপী আয়োজিত এই ক্যাম্পুরী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

এ সময় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি তোমাদের জন্য। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়ে তোলার দায়িত্বে রয়েছেন বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দিবে তোমরা। স্কাউট তথা কাব স্কাউটদের এই ক্যাম্পুরীতে তোমাদের সেই নেতৃত্বের প্রশিক্ষণই দেওয়া হয়। আমি বিশ্বাস করি তোমরাই একদিন এই দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তর করবে। স্কাউটিং প্রশিক্ষন তোমাদের সেই ভাবেই গড়ে তুলছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সচিব তপন কুমার সরকারের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো.আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ জয়নুল বারী, অতিরিক্ত ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: সেলিম রেজা, জেলা প্রশাসক গাজীপুর এস এম তরিকুল ইসলাম, উপপরিচালক মাধ্যমিক শিক্ষা ও বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের কমিশনার সাখায়েত হোসেন বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন।

সকাল থেকে উপস্থিত কাব স্কাউটরা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। সকালে ঘুম থেকে জেগে পিটি এরপর নিজেদের আবাস ঠিকঠাক করা, ঐতিহ্যের খেলা, মেধার বিকাশ, আমার নৈপুন্য ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে দিন অতিবাহিত করে।

এ কাব ক্যাম্পুরীতে ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ ঢাকা বিভাগের ১৪টি জেলার প্রায় তিন হাজার কাব, কাব লিডার ও ৪টি সাব ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে তাঁবুতে অবস্থান করছে। সাব ক্যাম্পগুলো জারুল,পলাশ, কৃষ্ণচুড়া ও শিমূল ফুলের নামে নামকরণ করা হয়েছে। গতকাল ১০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে কাব স্কাউট, কাব স্কাউট লিডার ও কর্মকর্তাগণ ক্যাম্পুরী ময়দানে উপস্থিত হয়।

ক্যাম্পুরী হচ্ছে কাব স্কাউটদের বৃহত্তম মিলনমেলা। এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণ

করে কাব স্কাউটরা খেলারছলে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ স্কাউটস দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছয় থেকে এগার বছর বয়সী বালক-বালিকাদের কাব স্কাউটিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল, সেবার মন্ত্রে দীক্ষা, ন্যায়পরায়নতা, মানবতা এবং মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই কাব ক্যাম্পুরীর মূল প্রতিপাদ্য "আমাদের চেষ্টা, সুন্দর হবে দেশটা" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই মূল প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটদের জন্য ১০টি কার্যক্রমে নিজেদেরকে উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে, যা দুরন্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'দূরন্ত' গুলো হলো ১. কিচির মিচির (প্রতিদিন সকালে শরীর চর্চা) ২. কাবের বাড়ি (তাঁবু কলা ও তাঁবুর যত্ন) ৩. অদম্য যাত্রা (রোমঞ্চকর ও আকর্ষণীয় অভিযাত্রা) ৪. রাজার দেশে (কাব কার্নিভাল) ৫. খেলব ঐতিহ্যে (দেশী ও বিদেশী দলীয় খেলা) ৬. মেধার বিকাশ (মৌখিক সংবাদ প্রেরণ ও চিত্রকলা) ৭. আমাদের নৈপুন্য (কাগজ/রঙ/পাতা/কাঠ/বাঁশ/পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবন) ৮. উদ্যম (নমুনা প্যাক মিটিং) ৯. স্মৃতির পাতায় (সাদা ক্যানভাসে আকেলা তার কাবদের নিয়ে কার্টুন, প্রকৃতি, দেশ ও নকশা ফুটিয়ে তুলবে) ১০. ক্যাম্প ফায়ার (তাঁবু জলসা)। এই প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একজন কাব স্কাউট নিজের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা দক্ষতা ও সামর্থ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং একই সাথে খেলার ছলে সে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ, শুক্রবার, বিকেল ৪.০০ টায় মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে কাব ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব, ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল।

ক্যাম্পুরী হচ্ছে কাব স্কাউটদের বৃহত্তম মিলনমেলা। এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করে কাব স্কাউটরা খেলারছলে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ স্কাউটস দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছয় থেকে এগার বছর বয়সী বালক-বালিকাদের কাব স্কাউটিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল, সেবার মন্ত্রে দীক্ষা, ন্যায়পরায়নতা, মানবতা এবং মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে । আর এই কাব ক্যাম্পুরীর মূল প্রতিপাদ্য "আমাদের চেষ্টা, সুন্দর হবে দেশটা" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই মূল প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটদের জন্য ১০টি কার্যক্রমে নিজেদেরকে উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে, যা দুরন্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'দুরন্ত' গুলো হলো ১. কিচির মিচির (প্রতিদিন সকালে শরীর চর্চা) ২. কাবের বাড়ি (তাঁবু কলা ও তাঁবুর যত্ন) ৩. অদম্য যাত্রা (রোমঞ্চকর ও আকর্ষণীয় অভিযাত্রা) ৪. রাজার দেশে (কাব কার্নিভাল) ৫. খেলব ঐতিহ্যে (দেশী ও বিদেশী দলীয় খেলা) ৬. মেধার বিকাশ (মৌখিক সংবাদ প্রেরণ ও চিত্রকলা) ৭. আমাদের নৈপুন্য (কাগজ/রং/পাতা/কাঠ/বাঁশ/পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবন) ৮. উদ্যম (নমুনা প্যাক মিটিং) ৯. স্মৃতির পাতায় (সাদা ক্যানভাসে আকেলা তার কাবদের নিয়ে কার্টুন, প্রকৃতি, দেশ ও নকশা ফুটিয়ে তুলবে) ১০. ক্যাম্প ফায়ার (তাঁবু জলসা)। এই প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একজন কাব স্কাউট নিজের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা দক্ষতা ও সামর্থ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং একই সাথে খেলার ছলে সে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে। এগিয়ে যাবে জীবনের বৃহৎ পরিসরে।

১৪ অক্টোবর , ২০১৯ তারিখ, সন্ধ্যা ৭.০০ টায় মহা তাঁবুজলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে এই মিলনমেলা।

১৪ অক্টোবর , ২০১৯ তারিখ, সন্ধ্যা ৭.০০ টায় মহা তাঁবুজলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় এই মিলনমেলা। মহা তাঁবুজলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মো. শাহ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) জনাব মো. মোহসীন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, গাজীপুর জেলা জনাব এস এম তরিকুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন।

১৫ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে অংশগ্রহণকারী সকলে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর এর ময়দান ত্যাগ করে।

■ প্রতিবেদন: মো. মশিউর রহমান
উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস
ঢাকা মেট্রোপলিটন

জোলা

ব্রিটিশ-ভারতে ঢাকার প্রথম সিভিল সার্জন ডা. জেমস ওয়াইজ। ড. শরিফউদ্দিন আহমেদ থেকে জেমস ওয়াইজ কর্তৃক ১৮৬৬ সালে ও ১৮৬৮ সালে করা ঢাকার দুটি রিপোর্টের কথা জানা যায়। এই রিপোর্ট থেকে তৎকালীন ঢাকার পেশার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজের লেখা 'নোটস অন রেসেস, কাস্টম অ্যান্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল' বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। জেমস ওয়াইজের লেখা বইটির মাত্র বারো কপি ছাপা হয়েছিল। হিসাব করলে দেখা যায় আঠারো শতকের ষাটের দশকে জেমস ওয়াইজ ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন। ২০০০ সালে বইটি ফওজুল করিমের অনুবাদে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ভূমিকা, সম্পাদনা ও টীকাসহ 'পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ' নামে সুবর্ণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। জেমস ওয়াইজের লেখা থেকে তৎকালীন ঢাকার প্রায় ২ শত'র অধিক পেশার তথ্য পাওয়া যায়। বিচিত্র সব পেশা ছিল সেই সময়ের ঢাকা বা পূর্ববঙ্গে। সেই সমস্ত পেশার শিকড় সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখাতে।

পূর্ববর্তী প্রকাশের পর:

ঢাকার শহর এবং এর আশপাশের বিশাল এলাকায় ছিল মসলিন তাঁতশিল্প। এ দেশে উৎপাদিত এক প্রকার তুলা থেকে করা হতো সুতা। তা দিয়েই গড়ত সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়। মসলিন বুনন ছিল জটিল নিয়মে। অনেক সময় একটি শাড়ি বুনতে ছয় মাস সময় লেগে যেত।

সবচেয়ে দামি মসলিন কাপড়ের নাম মলমল। মিহি এই কাপড় মোগল সম্রাট এবং আমির-ওমরাহরা ব্যবহার করতেন। সেই সময় মসলিন রফতানি হতো রোম ও চীন সাম্রাজ্যে। আরব, ইরান, আর্মেনিয়া, মালয়েশিয়া থেকে আসতেন মসলিন কেনার জন্য। ১৭ শতাব্দী জুড়ে ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ, ইরান এবং আর্মেনীয়দের হাত হয়ে ইউরোপে পৌঁছত। ইউরোপীয় কোম্পানির আগমন এবং বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের ফলে মসলিন রফতানি আরো বৃদ্ধি পায়। পলাশীর যুদ্ধের পর মসলিন শিল্পে দুর্দিন নেমে আসে। এই সময় মোগল বাদশাহ ও নায়েবদের চরম অবহেলায় মসলিনের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর কলকারখানায় তৈরি কাপড় সস্তায় বিক্রি হতে থাকে। দামি মসলিন কলে তৈরি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। মসলিন শাড়ির বিলুপ্তি নিয়ে প্রচলিত একটি গল্প হলো–এই দেশের শাসক ও শোষক গোষ্ঠী ইংরেজরা আমাদের মসলিন শড়ির পৃথিবীজোড়া সুখ্যাতি মেনে নিতে পারছিল না। তাঁতিরা তাদের আঙুলের মাধ্যমে বিশেষ কায়দায় বুনতেন মসলিন। প্রচলিত আছে ইংরেজরা সব মসলিন তাঁতিকে ডেকে এনে আঙুল কেঁটে দেয়। তখন থেকেই মসলিন বিলুপ্ত। এ গল্পের কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আঙুল কেঁটে দিলেও তাঁতিদের মুখ তো ছিল। অন্যকে বলে শিখিয়ে দিতে পারত। বিশেষজ্ঞদের মতে, কল-কারখানায় তৈরি কাপড়ের সঙ্গে টিকতে

না পেরেই মসলিন দাড়াতে পারেনি।

আমাদের মসলিনের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো প্রাচীন মিসরীয় ফারাওরা মমিকে সমাধিস্থ করার সময় মমির গায়ে লিনেন মসলিন কাপড় জড়িয়ে দিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ফারাওদের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের। সেই হিসেবে আমাদের মসলিনের ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরনো। গ্রিক, আর্মেনিয়ান, আরবীয় বণিকরা মসলিনের ব্যবসা করতেন। মসলিনের চালান যেত গ্রিসে। সেখানকার পাথরের দেবীদের মসলিন কাপড় পরানো হতো।

আরবীয় বণিক, ঐতিহাসিক সোলায়মান নবম শতাব্দীতে লেখা তাঁর 'সিলসিলাতি-তাওয়ারিখ' বইতে উল্লেখ করেছেন বাংলার এক প্রকার সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র ওখানকার মুসলিম তাঁতিরা বয়ন করেন, যা একটা আংটির ভেতর দিয়ে অনায়াসে বহন করা যায়। যা থেকে সহজেই অনুমেয় বাংলার মসলিনের নান্দনিক আকর্ষণ হাজার বছর আগেই আরব বিশ্বে পৌঁছে গিয়েছিল। সে সময়ের বিশ্বখ্যাত বাণিজ্য-বন্দর জেদ্দা, বসরা, মশুল বন্দরেও ব্যবসায়ীদের আরাধ্য বস্ত্র হিসেবে পরিচিতি পায় বাংলার মসলিন। পুরাকালে মসলিনকে 'গঙ্গাবস্ত্র', 'গঙ্গাপট্টহি' নানা নামে অভিহিত করা হতো। সপ্তদশ শতকে ইংরেজদের কাছে ঢাকাই বস্ত্র পরিচিতি লাভ করে 'মসলিন' হিসেবে।

Sir Henry Yule-এর অভিধান 'হবসন জবসন' থেকে জানা যায়, মসলিন শব্দের উদ্ভব মসুল থেকে। ইরাকের এককালের নামী ব্যবসাকেন্দ্র মসুলে তৈরি হতো সূক্ষ্ম সব কাপড়। ইংরেজরা তার সঙ্গে মিলিয়ে বাংলার সূক্ষ্ম কাপড়ের নামকরণ করে মসলিন। তবে কেউ কেউ মনে করেন ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্যিক আখড়া মুসলিপট্টমের নাম থেকেই উদ্ভব হয়েছে মসলিন নামটির। তবে মসলিন শব্দটি আসারও বহুকাল আগে থেকেই যে মসলিন নামের কাপড়টি বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটা নিশ্চিত। মসলিন নিয়ে সেই সময়ের প্রচলিত কাহিনী আছে, একবার সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে তাঁর মেয়ে উপস্থিত হলে তিনি মেয়েকে অল্প কাপড় পরিধানের জন্য ধিক্কার দেন। তখন মেয়ে আশ্চর্য হয়ে জানায়-সে আব-ই-রওয়ানের তৈরি সাতটি জামা গায়ে দিয়ে আছে!! যা এক রকমের মসলিন।

চলবে...

■ লেখক: ইমরান উজ-জামান
সদস্য
জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

[লেখকের 'ঢাকার প্রাচীন পেশা ও তার বিবর্তন' বই থেকে]

বদলে গেছে বাংলা দিনপঞ্জি

বদলে গেছে বাংলা দিনপঞ্জি। চলতি ১৪২৬ বঙ্গাব্দে প্রথমবারের মতো ১৬.১০.২০১৯, বুধবার আশ্বিন মাসের গণনা শুরু হয়েছে ৩১ দিন হিসেবে। বাংলা একাডেমি দীর্ঘদিনের চেষ্টায় বাংলা বর্ষপঞ্জির এই সংস্কার করেছে। জাতির ইতিহাসের গৌরবময় দিনগুলো বাংলা ও গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জিতে অভিন্ন তারিখে সমন্বয় করতেই বাংলা বর্ষপঞ্জিতে এই সংস্কার আনা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি জানায়, নতুন বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই ছয় মাস হবে ৩১ দিন। এত দিন বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচ মাস ৩১ দিন গণনা হতো)। কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র এই পাঁচ মাস হবে ৩০ দিন (আগে আশ্বিন থেকে চৈত্র এই সাত মাস ৩০ দিন ছিল)। এখন ফাল্গুন মাস হবে ২৯ দিন এবং গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জিতে যে বছর অধিবর্ষ হবে (লিপইয়ার) সে বছর বাংলায় ফাল্গুন মাস ৩০ দিন গণনা করা হবে। আগামী ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ হবে অধিবর্ষ, তাই বাংলা বর্ষপঞ্জিতে ফাল্গুন মাসও হবে ৩০ দিন।

বাংলা একাডেমির অভিধান ও বিশ্বকোষ উপবিভাগের কর্মকর্তা রাজীব কুমার সাহা প্রথম আলোকে বলেন, মহান ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল ৮ ফাল্গুন। কিন্তু সাধারণত ২১ ফেব্রুয়ারি পড়ত ৯ ফাল্গুন।

একইভাবে মহান বিজয় দিবস ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ছিল পয়লা পৌষ, বাংলা পঞ্জিকায় দিনটি পড়ত ২ পৌষ।

কবিগুরুর জন্মদিন ২৫ বৈশাখ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন ১১ জ্যৈষ্ঠ গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির সঙ্গে মিলত না। এই বিশৃঙ্খলা দূর করে দুই বর্ষপঞ্জির মধ্যে দিন গণনার সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি ৮ ফাল্গুন, স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ ১২ চৈত্র, বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর পয়লা পৌষ, রবীন্দ্র জয়ন্তী ৮ মে ২৫ বৈশাখ, নজরুল জয়ন্তী ২৫ মে ১১ জ্যৈষ্ঠ এমন করে সব বিশেষ দিবসগুলো বাংলা ও গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির দিন গণনায় অভিন্ন হবে।

বাংলা দিনপঞ্জিকার বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কারের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৯৫০ এর দশকে। ভারত সরকার স্বনামখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাকে প্রধান করে পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি করা হয়। এই কমিটি বাংলা ও গ্রেগরিয়ান দিনপঞ্জির সমন্বয় করে। ২০১৯ সালের সরকারি গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকায় ১৪২৫-১৪২৬ সালের নতুন সুপারিশ করা বাংলা সনের তারিখ সমন্বয় করা হয়। সে অনুসারে সরকারি দিনপঞ্জিকায় গতকাল ১৬ অক্টোবর ৩১ আশ্বিন উল্লেখ করা হয়েছে। আজ ১৭ অক্টোবর পয়লা কার্তিক।

বাংলা দিনপঞ্জিকার এই সংস্কার সম্পর্কে বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলেন, ‘বহুদিন থেকেই দিনপঞ্জিকার সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিতে এই সংস্কার করেছি। কিন্তু ভারতে এটা করা হয়নি। মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীর প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে দুই বাংলায় দুই রকম দিনপঞ্জির ব্যবহার হবে। আমরা আমাদের দিনপঞ্জিকার আধুনিকায়ন করে জাতীয় দিবসগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করতে পেরেছি, এটা আমাদের একটা বড় অগ্রগতি।’

তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, পৃঃ ০৩
১৭.১০.২০১৯, বৃহস্পতিবার

তথ্য সংগ্রহ: জন্মজয় কুমার দাশ,
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

জোকস

(১ জাপানিকে বোকা বানালো বাংলাদেশি চালক

এক জাপানি ভদ্রলোক এসেছেন বাংলাদেশ ভ্রমণে। বিমানবন্দর থেকে একটি ট্যাক্সিতে চড়ে বসলেন। একটু পর কোন গাড়ি পাশ কাটালেই চিৎকার করে বলে, 'মেড ইন জাপান, ভেরি ফাস্ট!'

এভাবে একটির পর একটি গাড়ি পেছন থেকে সামনে যাচ্ছে আর জাপানি লোকটা বলছে, 'মেড ইন জাপান, ভেরি ফাস্ট! ভেরি ফাস্ট!'

অবশেষে তারা হোটেলে পৌঁছল। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে বলল, 'এইট হান্ড্রেড টাকা? হাউ কাম?' এতক্ষণ চুপ থাকার পর ট্যাক্সি ড্রাইভার বলছে, 'হা হা, ইয়ে মিটার, মেড ইন বাংলাদেশ, ভেরি ফাস্ট! ভেরি ফাস্ট!'

(২) রোগ ধরতে পারছেন না ডাক্তার

সমস্ত শরীরে ফোলা দাগ নিয়ে এক রোগী ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার রোগীকে দেখে কোন রোগই ধরতে পারলেন না। অবশেষে নিজের অক্ষমতা ঢাকতে বললেন-

ডাক্তার: এই রোগ কি আপনার আগেও হয়েছিল?

রোগী: জ্বি, আগে একবার হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার সাহেব এটা আমার কী রোগ?

ডাক্তার: এটা আপনার আগের সেই রোগ।

(৩) মেসেজ এলেই ফোন বন্ধ হয়ে যায়

বাবলু: জানিস, আজ আমার মোবাইল ফোনে অদ্ভুত একটি মেসেজ এসেছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মোবাইলটি বন্ধ হয়ে গেছে।

বল্টু : বলিস কী রে!

মেসেজে কী লেখা ছিল?

বাবলু: ব্যাটারি লো।

বল্টু: বলিস কী? মেসেজটা তাড়াতাড়ি আমাকে পাঠিয়ে দে। আমি ওই মেসেজ সবাইকে পাঠিয়ে সবার মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেব।

(৪) বিমানের পাইলট যখন পাগল

২১২ জন যাত্রী নিয়ে জেট বিমানটি ৩৫ হাজার ফুট উপরে। হঠাৎ বিমানের পাইলট অট্টহাসি দিতে লাগল। মাইক্রোফোনে সে হাসি শোনা গেল। দ্রুত ককপিটে গিয়ে এক যাত্রী জানতে চাইল-

যাত্রী: এমনভাবে কেন হাসছেন?

ক্যাপ্টেন: আমি ভাবছি, সবাই কী ভাববে, যখন পাগলাগারদের ডাক্তার, নার্স, পাহাদার টের পাবে পাবে যে আমি পালিয়ে এসেছি।

(৫) পানির বদলে লাচ্ছি খেতে দিলো

এক লোক এক বাসায় গিয়ে পানি চাইলো-

বাচ্চা: পানি নেই। লাচ্ছি চলবে?

লোক: অবশ্যই, অনেক শুকরিয়া।

লোকটি ৫ গাস লাচ্ছি পরপর খেয়ে জিজ্ঞেস করল-

লোক: তোমাদের বাসায় কেউ লাচ্ছি খায় না?

বাচ্চা: জ্বি খায়, কিন্তু আজ লাচ্ছিতে টিকটিকি পড়ে গেছে তো, তাই কেউ খায়নি!

এ কথা শুনে লোকটির হাত থেকে গাস পড়ে গেল!

বাচ্চা: আম্মু, ইনি গাস ভেঙে ফেলেছেন! এখন বেড়াল দুধ খাবে কিসে!

ধাঁধাঁ

বলুন তো কি এমন জিনিস যা...
কালো কিন্তু কাক নয়, লম্বা কিন্তু নাক নয়, ফুল খায় কিন্তু ময়ূর নয়, বানানো যায় কিন্তু দড়ি নয়

গত সংখ্যার ধাঁধাঁর উত্তর "লোকটি দিনে না ঘুমিয়ে রাত্রে ঘুমায়"

(লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত ৫ জন সঠিক উত্তরদাতার নাম পরবর্তী সংখ্যায় ছাপানো হবে)

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
bsagrodoot@gmail.com, j.m.kamruzzaman@gmail.com

অগ্রদূত সেপ্টেম্বর'১৯ সংখ্যার ধাঁধাঁর সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী ৫জনের নাম নিচে দেয়া হল:

১. স্কাউটার শাহ শারমিন ইসলাম
ঈশাখা মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, কিশোরগঞ্জ

২. রোভার মো. হারুন অর রশিদ
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ, দিনাজপুর

৩. রোভার মো. মিজানুর রহমান
উজ্জিবীত একুশ মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, মুন্সীগঞ্জ

৪. রোভার সা'দ এহসানুল হক
ঢাকা সিটি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

৫. রোভার সোহানা আক্তার স্বর্না
সরকারি শ্রীনগর কলেজ গার্ল-ইন-রোভার স্কাউট গ্রুপ, মুন্সীগঞ্জ

(পাঠক আপনিও চমৎকার কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানায়। ছাপানোর উপযোগী কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ আপনার নামেই ছাপা হবে এই পৃষ্ঠায়।)

বুক রিভিউ লেখার কৌশল

জানুয়ারি -২০১৯ সংখ্যা থেকে অগ্রদূতের একটি নিয়মিত বিভাগ হচ্ছে 'বুক রিভিউ বা বই পর্যালোচনা'। এই বিভাগে পঠিত যেকোন বইয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা- সমালোচনা করা হয়ে থাকে। যা থেকে অগ্রদূতের পাঠকগণ আলোচিত বইটি সম্পর্কে সবিস্তার ধারণা লাভ করতে পারেন এবং আলোচিত বইটি পাঠে আগ্রহী হয়ে উঠেন। বই পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলবার লক্ষেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ইতোমধ্যে বিভাগটি পাঠক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অগ্রদূতের অনেক পাঠক বুক রিভিউ লেখার কৌশল জানতে চেয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। ইন্টারনেট ঘেটে বুক রিভিউ লেখার কৌশল জানাচ্ছেন জন্মজয় কুমার দাশ, সহ সম্পাদক, অগ্রদূত।

রিভিউ বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি?

সোজা বাংলায় রিভিউ মানে ফিরে দেখো। আমি মজা করে বলি 'ঘুরে ফিরে দেখা'। অর্থাৎ একটি বই পাঠের পর স্রেফ পাঠক হিসেবে নয়, একজন বোধবুদ্ধিসম্পন্ন সমলোচক হিসেবে বইয়ের নামকরণ থেকে শুরু করে বইয়ের মোটিফ বা উপজীব্য, রচনারীতি, শব্দচয়ন, বিষয়ের সঙ্গে সমসাময়িকতার অন্বয় ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা। মনে করবেন আপনি একজন দক্ষ ক্রিটিক। ক্রিটিকের সাধারণ বাংলা তর্জমা সাহিত্যসমালোচক। তবে সমালোচনারও কিন্তু একটা আলাদা মানে আছে। যদি আপনি চলমান রাজনৈতিক নেতা বা সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী হন তাহলে ভুল করবেন। সেখানে সমালোচনা মানে নিছক খুঁত ঘাঁটা। সাহিত্যসমালোচকের কাজ বইটির ভালমন্দ দুটি দিক নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখে-শুনে ও সম্যক উপলব্ধি করে তারপর ইতিবাচকভাবে ও ভাষায় তুলে ধরা, স্রেফ 'ফল্ট ফাইন্ডিং' নয়।

বিশিষ্ট সাহিত্যসমালোচক বিল অ্যাসেঞ্জোর মতে, 'বুক রিভিউ' বইটি বর্ণনা করে, পর্যালোচনা করে এবং মূল্যায়ন করে। তার ভাষায় 'ডেসক্রাইব, অ্যানালাইজ এন্ড ইভ্যালুয়েট'। এখানে বর্ণনা মানে সংক্ষিপ্তভাবে বইটির মূলভাব তুলে ধরা, যাতে রিভিউ পাঠক সহজেই উপজীব্য বুঝতে পারেন। 'সিনপসিস' বা সারাংশ বলেন কেউ কেউ।

রিভিউ লেখার আগে যা মাথায় রাখবেন:

বইয়ের টাইটেল বা নাম, মোটিভ বা উপজীব্য, সময় বা কাল,মূলভাব বা প্রধান বিষয়- যা কিনা বইয়ে বিধৃত হয়েছে, বা যার মধ্যদিয়ে ঘটনার অনুগমন ও প্রবহমানতা বিদ্যমান।

লিখনশৈলী, আঙ্গিক বা ফরম্যাট:

শুরুতেই বইয়ের বাহ্যিক গুণাগুণ সম্পর্কে বলার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ওটা রিভিউর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। একেবারে শেষের দিকে প্রডাকশন সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

বইটি যদি উপন্যাস হয়, তাহলে:

কাহিনির ধরন কিংবা সেটি সাহিত্যবিচারের কোন বিভাগে পড়ে, তা উলেখ করা বাঞ্ছনীয়। আপনি যদি বইয়ের টাইপ বা ধরন না বোঝেন, তাহলে কিছুতেই শেষ অব্দি একটি সফল রিভিউ লিখে উঠতে পারবেন না।

লেখকের 'পয়েন্ট অফ ভিউ' বুঝে নেয়া দরকার। সেই ভিউপয়েন্টের সঙ্গে আপনি একমত কিনা, বা দ্বিমত হলে কেন, তাও বলতে হবে। মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু তুখোড় সমালোচকের চোখে বইটি ব্যবচ্ছেদ করছেন। তাই না বুঝে মিছে লেখকের মানহানি ঘটাবেন না।

কিছু কিছু লাইন বা বিষয় কোট করতে পারেন, যা কিনা বইটির মূলভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে সংগতিপূর্ণ।

লেখকের রচনারীতির উল্লেখ করবেন। ফরমাল, ক্যাজুয়াল, নাকি উভয়ই! তার এই রচনারীতি কি মোটিভ বা বিষয়ের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ বলে মনে করেন,

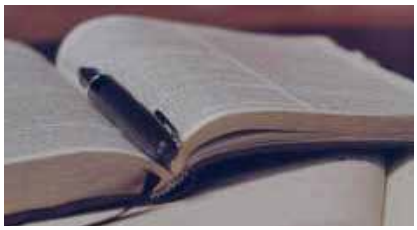

তাও লিখবেন।

উত্তম পরুষ, নাম পুরুষ নাকি সর্বজ্ঞ লিখনরীতিতে (ওমনিসিয়েন্ট রাইটার) লেখক বইটি লিখেছেন তাও বলা যেতে পারে।

শব্দচয়ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ করবেন, প্রবন্ধ, কবিতা কিংবা গদ্যের (গল্প, উপন্যাস বা রম্যরচনা) ভাষা কিন্তু এক নয়। শব্দচয়নেও বিশেষ পার্থক্য রয়েছে।

লেখক তাঁর গ্রন্থে স্বীকৃত কোনো কনসেপ্ট উল্লেখ করলে সেটি সঠিক ও সার্থকভাবে চরিত্রায়নে প্রতিফলিত কিনা তাও খতিয়ে দেখবেন।

লেখকের লেখার শেষভাগ কি সামারি বা মূল বিষয়ের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, নাকি খাপছাড়া মনে হল- তাও বিবেচনায় নেবেন।

ইলাস্ট্রেশন থাকলে অবশ্যই তার গুণাগুণ বিচার করবেন। ছোটোদের বইয়ের ক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেশনের 'কোয়ালিটি ও ক্লারিটি' একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপন্যাস হলে অবশ্যই তাতে সমাজের প্রতি একরকম মেসেজ বা লেখকের নিজস্ব অভিমত ফুটে উঠতে পারে। এটি লেখকের স্বাধীনতা। আপনাকে ভেবে দেখতে হবে, তাঁর এই মনোভাব সমাজঘনিষ্ঠ, নাকি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় বা উৎকেন্দ্রিক। যেমন কিছু কিছু লেখক তাদের তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে প্রকারান্তরে দেশের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছেন, যেন সুগার কোটেড কুইনিন।

বলা হয়, লেখা বুঝতে গেলে লেখককে বুঝেতে হয়। তিনি কোন সমাজে বা ক্লাসে বিলং করেন তাও বিবেচ্য বিষয়। তবে যারা প্রকৃতই মনস্বী লেখক, তারা কিন্তু নিজের শ্রেণি বা আবাসের (বা লেবাস) উর্ধ্বে উঠেও পুরো সমাজকে নৈর্বক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন।

একটি পারটিকুলার চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে কেউ কেউ অকারণ অশ্লীল/অবমাননাকর বা স্থূল শব্দ ও ডায়ালগ ব্যবহার করেন। ক্রিটিক হিসেবে আপনাকে সেটি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আদৌ তার দরকার ছিল কিনা তা প্রতিপাদন করবেন।

রিভিউর শুরুতে বইয়ের শিরোনাম, লেখক, প্রকাশনা সংস্থার নাম, তারিখ, এডিশন, পৃষ্ঠাসংখ্যা, আইএসবিএন নম্বর, মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করবেন।

এমন একটি বাক্য দিয়ে শুরু করুন, যা কিনা পাঠক পড়ামাত্র লুফে নেয়। মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু রিভিউর মাধ্যমে লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটি সম্পর্ক গড়ে দিচ্ছেন। বইটি পড়তে গিয়ে সবচেয়ে ভালোলাগা একটি বাক্য বা বিষয় দিয়ে শুরু করতে পারেন।

অতি অন্তঃজ কিছু বিষয়, যেমন বইটির মোটিফ বা উপজীব্য, উপন্যাস হলে মূল চরিত্রসমূহের পরিচয় দিতে পারেন।

একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, আপনি কিন্তু লেখকের লেখা বইটির পাঠপর্যালোচনা করছেন। আপনি যেভাবে বইটি দেখতে চান, তা কিন্তু নয়। বইয়ের বিচার করুন, স্বপ্নের নয়। লেখকের প্রতি অকারণ অবিচার করবেন না। সরাসরি বাজে মন্তব্য করবেন না।

আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখুন। আপনার রিভিউর টার্গেট পাঠক কে! কাদের জন্য আপনি বইটির পাঠপর্যালোচনা করেছেন! সেই অনুযায়ী রিভিউর ভাষা ও শব্দ নির্বাচন করুন।

চেষ্টা করুন একটি ইতিবাচক বাক্য দিয়ে রিভিউ শেষ করতে। তার মানে এই নয় যে, বইটি সুখপাঠ্য মনে না হলেও আপনি মিছেই লেখার গুণগান করবেন।

সবশেষে বলি, যে বইটির উপর রিভিউ লিখবেন সেই বইটি ভালো করে পড়ুন। প্রয়োজনে বারবার পড়ুন। প্রচুর বই পড়ুন। বুঝেশুনে তারপর পাঠপর্যালোচনা করুন। তাতে লেখক, পাঠক এবং আমাদের বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।

জানা অজানা

নোবেলজয়ী ষষ্ঠ দম্পতী

ইতিহাসে ষষ্ঠ দম্পতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন অভিজিৎ ব্যানার্জি ও এস্থার দুফলো। নোবেলজয়ী অন্য পাঁচ দম্পতি (স্বামী-স্ত্রী)- ১. পিয়েরে কুরি- মেরি কুরি, ২. ফ্রেডারিক জুলিও–ইরিন জুলিও কুরি,' ৩. কার্ল কোরি–গার্টি কোরি.' ৪. গুনার মিরডাল–আলভা মিরডাল এবং ৫. এডভার্ড মোজার–মে ব্রিট মোজার। নোবেলজয়ী দম্পতিদের মধ্যে গুনার মিরডাল–আলভা মিরডাল ছাড়া অন্য পাঁচ দম্পতি একই বছর একসঙ্গে একই বিষয়ে নোবেল লাভ করেন।

মহাশূন্যে হাঁটা প্রথম মানবের জীবনাবসান

মানব ইতিহাসে মহাশূন্যে হাঁটা ব্যক্তি রাশিয়ার অ্যালেক্সি লিওনভ। ১৮ মার্চ ১৯৬৫ মহাশূন্যে হেঁটে ইতিহাস গড়েন তিনি। মহাকাশযানের সংযুক্ত ৪.৮ মিটার ক্যাবলে মহাশূন্যে হাঁটেন তিনি। ১২ মিনিট ৯ সেকেন্ড তিনি মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় ছিলেন। ১১ অক্টোবর ২০১৯ রাশিয়ার মস্কোর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। অ্যালেক্সি লিওনভ ৩০ মে ১৯৩৪ সাইবেরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা দমনপীড়নের শিকার হয়ে পরিবারসহ ১৯৪৮ সালে রাশিয়ায় পাড়ি জমান।

নাসায় প্রথম বাংলাদেশি নারী

প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসায় নিয়োগ লাভ করেন সিলেটের মেয়ে মাহজাবিন হক। ৭ অক্টোবর ২০১৯ তিনি নাসায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগদান করেন। তার গ্রামের বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কদমরসুল গ্রামে। তার বাবা সৈয়দ এনামুল হক পূর্বালী ব্যাংক লিমিটেডের প্রিন্সিপাল অফিসার। পেইন্টিং ও ডিজাইনে পারদর্শী মাহজাবিন হক ২০০৯ সালে বাবা-মায়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে যান। কর্মসূত্রে তার বাবা বর্তমানে সিলেটে অবস্থান করলেও তার সাথে আছেন মা ফেরদৌসী চৌধুরী ও একমাত্র ভাই সৈয়দ সামিউল হক।

উদ্ভাবনী নারী সায়মা ওয়াজেদ

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামস 100 Innovative Women Leaders in Global Mental Health শিরোনামের একটি তালিকা Five on Friday ব্লগে প্রকাশ করে। মানসিক রোগ অনুধাবন, প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উন্নয়নে অগ্রদূত এসব নারীর ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উদ্যোগ তালিকাটি করা হয়। তালিকায় স্থান লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল।

মীনা কার্টুন ও রাম মোহন

১৯৯০ এর দশকে উপমহাদেশের মেয়েদের অধিকার সুসংহত করার লক্ষ্যে মীনা কার্টুন প্রচারের উদ্যোগ নেয় ইউনিসেফ। ভারতের খ্যাতনামা কাটুনিষ্ট রাম মোহনের রং-তুলিতেই ফুটে রো মীনা কার্টুনের সবার পছন্দের রূপটি। তিনি ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় মীনা কার্টুনের প্রথম অ্যানিমেশন করেন তিনি। এরপর ২০০১ সাল পর্যন্ত ১৬টি এপিসোড পরিচালনা করেন তিনি। আর এ পর্বগুলো তার সাথে সাজাতে সাহায্য করেন ইউনিসেফ হান্না-বারবারা কার্টুনস ও বাংলাদেশের টুনবাংলা। মীনা কার্টুন সিরিজের জন্য তিনি ১৯৯৬ সালে কমিউনিকেশন আর্টস গিল্ডের 'হল অব ফেইম' অ্যাওয়ার্ডে আজীবন সম্মাননা লাভ করেন। দক্ষিণ এশিয়ার রাম মোহনের মীনা কার্টুন ব্যাপক সাড়া ফেলে। মীনা কার্টুন মূলত বাংলায় নির্মিত টিভি শো যা- ইংরেজী, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, পশতু ফারসি ও পর্তুগিজ ভাষাতেও প্রচার হয়। 'মুরগীগুলো গুণে রাখে' শিরোনামে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার হয়েছিল এর প্রথম পর্ব। এরপর থেকে টেলিভিশনে ২৬ পর্বের পাশাপাশি রেডিও অনুষ্ঠান, কমিক ও বইয়ে এসেছে মীনা। লিঙ্গ বৈষম্য, শিশু অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সুরক্ষা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে মীনাকে ব্যবহার করা হয়।

রাম মোহন: ভারতীয় অ্যানিমেশনের জনক। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শিক্ষামূলক জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র 'মীনা'র রূপদানকারী। তিনবার ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এছাড়া দেশটির চতুর্থ বেসামরিক সম্মাননা 'পদশ্রী' লাভ করেন তিনি।

সবচেয়ে বড় কুমড়ো

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের চাষী এ্যালেক্স নোয়েল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ওজনের কুমড়ো ফলিয়ে পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দেন কুমড়োটির ওজন ২,২৯৪ পাউন্ড। কুমড়োটি সম্প্রতি ব্রিটেনের টপফিল্ড মেলায় প্রদর্শন করা হয়।

ছোট খালে বড় জাহাজ

পৃথিবীর সরুতম খালগুলোর মধ্যে অন্যতম গ্রিসের করিন্থ খাল। চার মাইল বা প্রায় ৬.৫ কিলোমিটার লম্বা এ খালের প্রশস্ততা মাত্র ২৪ মিটার বা ৭৮.৭ ফুট। ১৮৮০ সালে শুরু হওয়া এ খালের নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৮৯৩ সালে। খালটির দুই পাশেই রয়েছে চুনাপাথরের দেয়াল। খালটি গ্রিসের মূল ভূখন্ডকে পেলোপনিশ উপদ্বীপ থেকে পৃথক করেছে। এটি আইওনিয়ান সাগরের করিন্থ উপসাগরকে এজিয়ান সাগরের সারোনিক উপসাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে।

৯ অক্টোবর ২০১৯ সরু করিন্থ খালের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যায় ১৯৫.৮২ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং প্রায় ২৪, ৩৪৪ টন ওজনবিশিষ্ট বিশ্বের অন্যতম বড় জাহাজ দ্যা এমএস ব্রেমার। ব্রিটেনের ফেডের মালিকানাধীন ১৭১ বছরের পুরানো এ জাহাজটির প্রস্থ ২২.৫ মিটার বা ৭৩.৮ ফুট। জাহাজটি করিন্থ খাল পেরিয়ে যাওয়ার সময় এর দু'পাশে ফাঁকা জায়গা ছিল মাত্র তিন ফুট। করিন্থ খালের ১২৭ বছরের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় জাহাজ আর এতে প্রবেশ করেনি।

দীর্ঘ সংবাদ সম্মেলন

১০ অক্টোবর ২০১৯ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি ১২ ঘন্টার বেশি সময় ধরে সংবাদ সম্মেলন করে দীর্ঘ সংবাদ সম্মেলনের বিশ্বরেকর্ড গড়েন। এর আগে এ রেকর্ডটি ছিল বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

২০১৮ সালে রৌপ্য ব্যাজ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত স্কাউটারবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

২০১৮ সালে রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত স্কাউটারবৃন্দ

২০১৮ সালে রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত স্কাউটারগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

evsjv‡`k
¯‹vDU‡mi
RvZxq KvDwÝ‡ji
48Zg evwl©K mvaviY mfvi
Qwe Z‡j‡Qb:
†gv. gwkDi ingvb,
Dc cwiPvjK (XvKv †g‡Uªv:) ev.¯‹v.
I
iv‡mj Avn‡g`,
mnKvix cwiPvjK (Rbms‡hvM,
cKvkbv I gv‡K©wUs)
ev.¯‹v.

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ভ্রমণ কাহিনী

স্বপ্নময় শারজাহ

৩১ জানুয়ারি ২০১৮, রাত ১টা। এয়ার এরাবিয়ার AIRBUS A320 বিমানটি সুবিশাল মরুভূমির মাঝে সোডিয়াম বাতির আলোয় আলোকিত ছবির মত গোছানো একটি শহরে ধীরে ধীরে নেমে এলো। শহরটির নাম শারজাহ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৩য় বৃহত্তম আমিরাত (প্রদেশ) শারজাহ'র রাজধানী এটি। এখানেই গত ১-১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল '৮ম আন্তর্জাতিক স্কাউট গ্যাদারিং'। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যার দিক দিয়ে ওয়ার্ল্ড স্কাউট মুটের পর রোভার স্কাউটদের জন্য আয়োজিত ২য় বৃহত্তম প্রোগ্রাম এটি। শারজাহ'র গভর্নর ড. শেখ সুলতান বিন মোহাম্মদ আল কাসেমীর পৃষ্ঠপোষকতায় আমিরাত স্কাউট অ্যাসোসিয়েশন, শারজাহ স্কাউট মিশন ও আরব আঞ্চলিক স্কাউটস সমন্বিতভাবে এই প্রোগ্রামের আয়োজন করে। শারজাহ'র সুলতানের আমন্ত্রণে ৮৬টি দেশের প্রায় শতাধিক রোভার স্কাউট এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। আর এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার গৌরবোজ্জ্বল দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়।

শারজাহ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমেই বোঝা গেল আরব উপদ্বীপে চলে এসেছি, বাতাসেই অন্যরকম এক আমেজ! শারজাহ এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন কাউন্টারে ঢোকার সাথে সাথে স্কার্ফ পরিহিত তিনজন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমাকে দেখামাত্রই তাঁরা এগিয়ে এসে বলল- তুমি কি বাংলাদেশের?। পরিচয় পাওয়ার পর তাঁরাই মাত্র মিনিট দুয়েকের মধ্যে আমাকে ইমিগ্রেশন পার করিয়ে দিল, ফলে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আর অপেক্ষা করতে হয়নি। এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে করে সরাসরি পৌঁছে গেলাম শারজাহ স্কাউট মিশনে। গাড়ি থেকে নামতেই মিশনের মিডিয়া টিমের সমন্বয়ক আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। মূল ফটকে দাঁড়িয়ে দেখলাম মিশনের দক্ষিণ দিকের মরুভূমিতে আমাদের আবাসনের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। "মরুভূমির মাঝে তাঁবুতে রাত্রিযাপন!"-ভেবেই শিহরিত হলাম। সকল অংশগ্রহণকারীর থাকার ব্যবস্থা সর্বমোট ৩২টি তাঁবুতে করা হয়েছিল। পুরো ক্যাম্পকে চারটি সাবক্যাম্পে ভাগ করা হয়েছিল- Cooperation, Union, Forgiveness & Peace। আমি Peace সাবক্যাম্পে ছিলাম, যাঁর সাবক্যাম্প লিডার ছিলেন আমিরাতি স্কাউটার আল মারওয়ান। লিডার হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল। আমার তাঁবুতে আমি এবং Macau এর রোভার বন্ধু একসাথে ছিলাম। এছাড়া আমার সাবক্যাম্পে পোল্যান্ড, এস্তোনিয়া, সেন্ট লুসিয়া, সৌদি আরব, ওমান, আলজেরিয়া, ব্রুনাই, ভূটান, হন্ডুরাস, মাদাগাস্কার, লাইবেরিয়া, কমোরোস, বেনিন, কঙ্গো, চাদ, লেসেথো, তাইওয়ান, বেলিজ, কলোম্বিয়া ও ইকুয়েডর-এর রোভার স্কাউটরা ছিল।

ইউনেস্কো শারজাহকে ২০১৯ সালের জন্য "ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল"ঘোষণা করেছে। আর তাই এবারের এই প্রোগ্রামের মূল থিম ছিল- "শারজাহ, ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল ২০১৯"। আর এই থিমের উপর ভিত্তি করেই এবারের গ্যাদারিংয়ের বিভিন্ন সেশন/ফোরামের মূল বিষয় ছিল বই পড়া, এর গুরুত্ব, জাতি গঠনে এর ভূমিকা এবং বিভিন্ন দেশ বই পড়ার উপর যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা অন্যান্য দেশের সাথে শেয়ার করা।

মূল প্রোগ্রাম ছিল ১-১০ ফেব্রুয়ারি, কিন্তু বেশিরভাগ পার্টিসিপেন্টই ৩০-৩১ জানুয়ারির মধ্যে চলে আসে। ৩০-৩১ জানুয়ারি শিডিউলড কোন প্রোগ্রাম ছিল না বিধায় আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হই, একসাথে পুরো মিশন এলাকা ঘুরে দেখি, ফুটবল খেলি এবং গল্প করে সময় পার করি। পুরো প্রোগ্রামের সময় ক্যাফেটেরিয়ায় ব্যুফে সিস্টেমে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়। এর পাশাপাশি ক্যাম্পসাইটে ছিল আন্তর্জাতিক মানের স্যানিটেশন ব্যবস্থা।

১ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। এসময় ক্যাম্প কমান্ডার ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় স্কাউটাররা উপস্থিত ছিলেন। এর পরপরই আরব আঞ্চলিক স্কাউটসের পরিচালক ড. আতেফ এক চমৎকার আইস ব্রেকিং সেশনের মাধ্যমে শিডিউলড প্রোগ্রাম শুরু করেন। তারপর শুরু হয় কান্ট্রি প্রেজেন্টেশন। এ পর্বে যাঁর যাঁর দেশ ও জাতীয় স্কাউট সংস্থাকে সবার সামনে উপস্থাপন করতে হয়। এর পাশাপাশি নিজ নিজ দেশে বই পড়ার উপর যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা

অন্যান্যদের সাথে শেয়ার করতে হয়। আমি বাংলাদেশ থেকেই এই প্রেজেন্টেশন তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম বিধায় বিলম্ব না করে ৩ নং সিরিয়ালেই আমার Pictorial and Story based Presentation উপস্থাপন করি। ঐদিন ক্যাফেটেরিয়ায় লাঞ্চ শেষ করে সেশন হলে ফেরত আসার সময় যখন আরব আঞ্চলিক স্কাউটসের পরিচালক ড. আতেফ আমাকে বলেন- "তোমার উপস্থাপন খুবই ভালো হয়েছে", তখন সত্যিই খুব ভালো লাগছিল।

২ ফেব্রুয়ারি সকালে শারজাহ স্কাউট মিশন প্রাঙ্গনে অংশগ্রহণকারী সকল দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর আরব আঞ্চলিক স্কাউটসের পক্ষথেকে "How to tell your story" শীর্ষক সেশনটি নেওয়া হয়। এদিন বিকালে শারজাহ শহর ঘুরে দেখার মাধ্যমে মূলত আমাদের আউটিং শুরু হয়। এদিন আমাদেরকে শারজাহ শহরের আল নূর আইল্যান্ড (একটি লেকের মাঝে সৃষ্ট সবুজ দ্বীপ) এবং আল কাসবা'য় (বিনোদন কেন্দ্র) নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা আল কাসবায় 'আমিরাতের চোখ' হিসেবে খ্যাত ৬০ ফুট উঁচু যান্ত্রিক চড়কায় (ফেরেল'স হুইল) উঠি এবং আল খালিদ লেকে নৌকায় ঘুরে বেড়াই।

৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায় আমাদের নিয়ে বাসগুলো ছুটে চলে শারজাহ স্কাউট মিশন থেকে ৪৫কিমি দূরের আজমান আমিরাতের আল হামরিয়া সি বিচে। অ্যারাবিয়ান গালফের নীল জলরাশিময় আল হামরিয়া সি বিচে আমরা রোয়িং, কায়াকিং, সাঁতার, বোটিং, ভলিবল, ফুটবল ইত্যাদির মাধ্যমে সারাদিন অতিবাহিত করি। দুপুরে এখানেই খোলা আকাশের নিচে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে নিই। এখানেই দেখা হয়ে যায় সিলেটের এক বাঙালি ভাইয়ের সাথে, কথা হয় সেখানকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। এদিন তাঁবুতে পৌঁছাতে বিকাল হয়ে যায়। রাতের খাবার সেরে আমরা সবাই নিজ নিজ সাবক্যাম্পে কাঠ ও দড়ি দিয়ে বিভিন্ন গ্যাজেট তৈরির কাজে লেগে যাই। আমরা পরপর ৩দিন অবসর সময়ে রাত ১২টা/১টা পর্যন্ত কাজ করে এসব গ্যাজেট তৈরি সম্পন্ন করি।

৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায় আমরা শারজাহ থেকে ১২০ কিমি পূর্বের ফুজেরাহ আমিরাতের কালবাশহরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এদিন যাত্রাপথে জীবনে প্রথম মরুভূমির মাঝে পাহাড় দেখার সুযোগ হয়। মাত্র ১.৫ ঘণ্টায় ১২০কিমি পাহাড়ি উঁচু নিচু পথ পাড়ি দিয়ে আমরা কালবা শিকারি পাখি কেন্দ্রে পৌঁছাই। এখানে বিভিন্ন বন্য শিকারি পাখিকে পোষ মানিয়ে নানারকম খেলা দেখানো হয়। এর মধ্যে বেশির ভাগ পাখিই ঈগল, শকুন ও পেঁচা গোত্রভুক্ত। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় আল হেফাইয়াহ পাহাড়ি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে। এখানে মরুভূমির বিভিন্ন পাহাড়ি বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। এখান থেকে আমরা লাঞ্চের জন্য গালফ অব ওমানের সৈকতে অবস্থিত একটি ইন্দোনেশিয়ান রেস্টুরেন্টে চলে যাই। লাঞ্চের পর্ব সেরেই আমরা চলে আসি কালবা লেকে যেখানে আমাদের জন্য কায়াকিং ও বোটিং এর ব্যবস্থা করা হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি আমরা শারজাহ লাইব্রেরি এবং আল কাসিমিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখি। শারজাহ লাইব্রেরির বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে সেখানকার লাইব্রেরিয়ান আমাদেরকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে আমরা আল কাসিমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক বই সংগ্রহশালা পরিদর্শন করি। শারজাহ'র সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ 'ইউনিভার্সিটি টাউন' নামক একটি আলাদা এলাকায় অবস্থিত। এসব বিশ্ববিদ্যালয় মূলত আরবীয় ইসলামিক স্থাপত্যশৈলী অনুসরণ করে নির্মার্ণ করা হয়েছে, যা প্রথম দেখায় যে কারও নজর কাড়বে। এদিন দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত ফার্স্ট এইড সেশন নেওয়া হয় যার অধীনে আমরা হাতেকলমে CPR এর বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্ত করি।

৬ ফেব্রুয়ারি ছিল মূলত দুবাই ডে। এদিন সকালেই আমরা চলে যাই দুবাই ডাউন টাউনে। এখানে দুবাই মল হয়ে আমরা পৌঁছে যাই আমাদের অতি আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং 'বুর্জ খলিফা'য়। বিশেষ লিফটে করে মাত্র ৭৭ সেকেন্ডে আমরা উঠে পড়ি বুর্জ খলিফার ১২৫ তলায়। ১২৫ তলা থেকে পুরো দুবাই শহর ও আরব উপসাগর অনায়াসে দেখা যায়- এ এক অপূর্ব দৃশ্য! সারাদিন দুবাই ডাউন টাউনে অতিবাহিত করে আমরা বিকালে গ্লোবাল ভিলেজে পৌঁছাই। এখানে আমরা বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাই।

৭ ফেব্রুয়ারি কোন আউটিং ছিল না। এদিন সকালে বিভিন্ন দেশের সফল স্কাউটদের গল্প উপস্থাপন করা হয়। আমি আমার সাবক্যাম্পথেকে বাংলাদেশের একজন সফল স্কাউটের গল্প সবার সামনে উপস্থাপন করি। এদিন বিকালে বই পড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইয়ুথ ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি বিকালে শারজাহ'র গভর্নর ড. শেখ সুলতান বিন মোহাম্মদ আল কাসেমী এই প্রোগ্রাম পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি এক্সিবিউশন সেন্টারে বিভিন্ন দেশের স্টল ঘুরে দেখেন এবং কুশলাদি বিনিময় করেন। বাংলাদেশের স্টল পরিদর্শনকালে আমি তাকে মেমেন্টো হিসেবে একটি 'রিক্সা'রেপলিকা উপহার দেই।

৯ ফেব্রুয়ারি লাঞ্চের পর আমরা আল মালিহা মরুভূমিতে ডেজার্ট সাফারিতে যাই। প্রায় ৫০টি অফ রোড কার আমাদেরকে ঘন্টা খানেক উঁচু নিচু মরুভূমি ঘুরিয়ে দেখায়। এরপর আমরা শারজাহ পুলিশ ডেজার্ট পার্কে পৌঁছাই। এখানে বিভিন্ন এক্টিভিটিসে অংশগ্রহণ করে নৈশভোজের পর আমরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে আসি।

১০ ফেব্রুয়ারি ছিল মূল প্রোগ্রামের শেষ দিন। এদিন সকালে আমাদেরকে শারজাহ স্পেস সায়েন্স সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে সৌরজগতের বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সামনে চমকপ্রদ শো উপস্থাপন করা হয়। বিকালে "ইন্টারন্যাশনাল ইভেনিং" অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সবাই নিজ নিজ দেশের ট্রেডিশনাল ড্রেস পরে উপস্থিত হয়।

অবশেষে ১০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী রোভারদের হাতে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং সুভিন্যির তুলে দেওয়ার মাধ্যমে পর্দা উঠেছিল ১০ দিনব্যাপী ৮ম আন্তর্জাতিক স্কাউট গ্যাদারিংয়ের। পুরো প্রোগ্রামের সময় আমি অনেক বাংলাদেশী, ভারতীয় ও পাকিস্তানি প্রবাসী ভাইদের সাথে পরিচিত হয়েছি। এর মধ্যে শারজাহ স্কাউট মিশনের স্কাউটার মনজুর ভাই, কর্মচারী সুলেমান ভাই এবং ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার ফারুক ভাইয়ের কথা সব সময় মনে থাকবে। রোভার বন্ধুদের মধ্যে ভারতের রিতেশ, ফিজির আয়নাল, পাকিস্তানের আবদুল্লাহ, ত্রিনিদাদের শচিন, আলজেরিয়ার আলা, ব্রুনাইয়ের রিদওয়ান, শ্রীলংকার শামীম সহ আরও অনেকের কথা আজীবন মনে থাকবে; কেননা এদের সঙ্গেই শারজাহ'য় আমার এই ১০টি দিন স্বপ্নের মত কেটেছে।

১১ ফেব্রুয়ারি রাতে যখন শারজাহ স্কাউট মিশন থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছি, তখন নিজের অজান্তেই মন থেকে বেরিয়ে এলো- "শুকরান শারজাহ"।

■ লেখক: রোভার কাজী জুবায়ের হোসেন, পিআরএস
সাবেক সিনিয়র রোভার মেট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ

স্বাস্থ্য কথা

অলিভ তেলের নানা গুণাগুণ

অলিভ অয়েল মূলত রান্নায় ব্যবহার করা হলেও, বর্তমানে তা জায়গা করে নিয়েছে প্রাসাধনীতেও। ইদানিং, অলিভ অয়েল কাজে লাগানো হচ্ছে সাবান তৈরিতেও।

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় অষ্টম শতাব্দী থেকে অলিভ গাছের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মানুষ। স্পেনে সব থেকে বেশি পরিমাণে এই গাছ পাওয়া যায়। তার পরেই রয়েছে ইতালি ও গ্রিস। কিন্তু, ব্যবহারের দিক থেকে গ্রিসের নাম রয়েছে একেবারে উপরে। এর কারণ, অলিভ তেলের নানা গুণাগুণ। বৈজ্ঞানিক মতে, এক চামচ অলিভ অয়েলে রয়েছে-

- ১১৯ ক্যালোরি
- ১৩ গ্রাম ফ্যাট
- ১.৯ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই
- ৮.১ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন কে
- কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার ও প্রোটিন এতে একেবারেই নেই।

রান্নায় তো বটেই, রূপচর্চাতেও অলিভ অয়েলের ভূমিকা অনেক। এমনিতেই হৃদযন্ত্রের অসুখ রুখতে, খারাপ কোলেস্টেরল ঠেকাতে অলিভ অয়েলে ভরসা রাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসক-পুষ্টিবিদরা। তবে কেবল অসুখ ঠেকাতেই এই তেল কার্যকর এমনই নয়, শীতে রুক্ষ ত্বককে মোলায়েম করে তুলতেও ওস্তাদ অলিভ অয়েল।

শুধু শীতকালেই নয় রূপচর্চায় সারা বছরই কাজে লাগানো যেতে পারে এই তেল। জলপাইয়ের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ত্বকের ভিতরের স্তরে প্রয়োজনীয় খনিজের জোগান দিতে পারে। এর প্রভাবে ত্বক উজ্জ্বল থাকার পাশাপাশি টোনডও থাকে।

অলিভ অয়েলের প্রতি ফোঁটায় যে স্বাস্থ্যগুণ লুকিয়ে আছে, তাকে কাজেই লাগিয়েই প্রতি দিনের রূপচর্চায় আনতে পারেন নয়া ধরন। চুল থেকে ত্বক সবেতেই কাজে আসবে এই তেল।

এ বার দেখে নেওয়া যাক, অলিভ অয়েল ব্যবহারের ফলে ত্বক ও চুলের কী কী উপকার হয়।

১। যাঁদের খুশকির সমস্যা রয়েছে, তাঁরা সপ্তাহে দু'দিন ভাল করে মাথায় এই তেল ম্যাসাজ করুন। তেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

২। অলিভ অয়েলের সঙ্গে অল্প নারকেল তেল মিশিয়ে চুলের আগা তাতে চুবিয়ে রাখুন। এতে চুল নরম থাকে, এবং ফাটার সম্ভাবনা থাকে না।

৩। অন্য যে কোনও তেলের তুলনায় অলিভ অয়েল খুবই হাল্কা, যে কারণে খুব সহজেই মিশে যায় ত্বকের সঙ্গে। রাতে ঘুমানোর আগে, প্রতি নিয়ত কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল মুখে ম্যাসাজ করতে পারেন। এতে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকার ফলে তা ময়েশ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে। যার ফলে ত্বক অনেক বয়েস পর্যন্ত মসৃণ ও টানটান থাকে।

৪। প্রতি নিয়ত নেলপলিশ ব্যবহারের ফলে নখের দফারফা হতেই পারে। সপ্তাহে এক দিন মিনিট ১৫ নখ ভিজিয়ে রাখুন অলিভ অয়েলে। ফল পাবেন, বলাই বাহুল্য।

৫। ঠোঁটের নরম ভাব ধরে রাখতে ও ঠোঁট ফাটা রুখতে এক চা চামচ অলিভ অয়েল, কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ও আধ চামচ চিনি মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ ঠোঁটে লাগিয়ে চিনি না গলে যাওয়া অবধি মাসাজ করুন। দিনে এক বার এটি করতে পারলেই উপকার পাবেন অনেকটা।

৬। এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল চার পাঁচ চামচ মিশিয়ে নিন স্নানের জলে। ত্বককে নরম তো রাখবেই, সারা দিনে ঘামও হবে অনেক কম।

৭। ভুরু তোলার পর বা দাড়ি কামানোর পর ত্বক জ্বালা করলে বা কোনও রকম র‍্যাশ বেরোলে অলিভ অয়েলে ভরসা রাখুন। ভুরু তোলার পর ভুরুর চারপাশে এক ফোঁটা অলিভ অয়েল লাগিয়ে নিন। শেভিংয়ের পরে গালে ঘষে নিন অলিভ অয়েল।

■ লেখক: অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

পানিঝুপ্পা

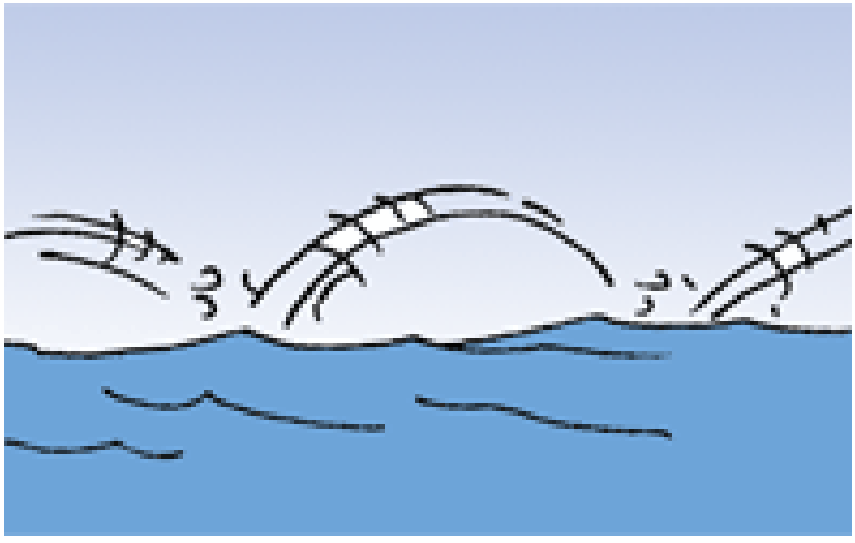

গ্রাম বাংলায় পানি ঝুপ্পা বা ব্যাঙ লাফানো খেলা সাধারণত ছেলেরাই খেলে। পানিতে না নেমেই খেলা যায় এই খেলাটি। এটি খেলতে দরকার শান- পুকুর বা মরা নদী বা খাল-বিল। পাতলা চ্যাপ্টা মাটির টুকরা, ভাঙা হাড়ির চাড়া বা খোলামকুচি ডাঙা থেকে থেকে হাতের কৌশলে পানির ওপর ছুঁড়ে মারা হয়। চাড়াটি ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে গিয়ে ডুবে যায়। কয়েকজন মিলে প্রতিযোগিতা না করে খেললে খেলাটি জমে না। পানির ওপর দিয়ে চাড়াটি ছুটে যাবার সময় কতোবার লাফ দিল এবং কতো দূরে গেল, তার ওপরই নির্ধারিত হয় হারজিৎ।

পানি ঝুপ্পা বা ব্যাঙ লাফানোর খেলাতেও ছড়ার ব্যবহার দেখা যায়। ছড়াটি বলা হয় ব্যাঙ লাফানোর মেয়াদ পর্যন্ত।

ইমার বাংলো ডিমা
জুহার বাংলো ঠ্যাং
বাছেরের চাপ দাড়িতি
নাচে বাউয়া ব্যাঙ (ফরিদপুর)

অথবা

ব্যাঙ মারবি যে
ব্যাঙের ভাতার সে
সাত পলো কাপুড় দিয়ে মাটি দিবি সে।
(লোক সাহিত্য সংকলন)

কানামাছি

কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যারে পাবি তারে ছো। ছড়াটি নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়! হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, এখন বলছি, কানামাছি খেলার কথা। এ খেলায় কাপড় দিয়ে একজনের চোখ বেঁধে দেয়া হয়, সে অন্য বন্ধুদের ধরতে চেষ্টা করে। যার চোখ বাঁধা হয় সে হয় 'কানা', অন্যরা 'মাছি'র মতো তার চারদিক ঘিরে কানামাছি ছড়া বলতে বলতে তার গায়ে টোকা দেয়। চোখ বাঁধা অবস্থায় সে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে। সে যদি কাউকে ধরতে পারে এবং বলতে পারে তার নাম তবে ধৃত ব্যাক্তিকে কানামাছি সাজতে হয়।

নতুন প্রযুক্তির রাউটারের জন্য উদ্ভাবনী পুরস্কার পেল হুয়াওয়ে

হুয়াওয়ের নেটইঞ্জিন ৮০০০ সিরিজের রাউটারটি গোবাল সার্ভিস রাউটার নিউ প্রোডাক্ট ইনোভেশন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে, যা বিশ্বখ্যাত পরামর্শক সংস্থ্যা ফ্রস্ট অ্যান্ড সুলিভান বেস্ট প্র্যাকটিস অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়। এই সিরিজটি বাজারের ১৪.৪টি গতি সরবরাহকৃত প্রথম রাউটার যা গড়ে ১.৫ গুন বেশি দ্রুততার সাথে সেবা প্রদানে সক্ষম।

৫জি এবং ক্লাউডের যুগে আইপি বহনকারী নেটওয়ার্ক মোবাইল, বাসস্থান, ব্যক্তিগত লাইনের মতো বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা দিচ্ছে। কিন্তু বৃহত্তর ক্যাপাসিটি, মাল্টিনেটওয়ার্ক কনভারজেন্স, সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (এসএলএ) এবং দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে আইপি বাহক নেটওয়ার্ককে বহু সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

এই নতুন সিরিজের রাউটারের মাধ্যমে হুয়াওয়ে এসআরভিসি পাওয়ার ইন্টেলিজেন্ট কানেকশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিভুর সকল ধরনের বুস্টেড পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়াকে এক প্যাটফর্মে নিয়েএসেছে। এই সিরিজটি মেট্রো কোর, এগ্রিগেশন, ডিসি গেটওয়ে এবং আন্তর্জাতিক গেটওয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ফোর-ইন-ওয়ান প্যাটফর্মটি সব পরিস্থিতিতে নেটওয়ার্ক নোড স্থাপন এবং জটিলতা নিরসনে ভূমিকা রাখছে।

৮০০০ সিরিজের রাউটারগুলি একই সাথে নেটওয়ার্ক স্পাইসিং, বহু পরিষেবা বহন এবং বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করছে। এসআরভি-৬ সংযোগগুলি সব ডোমেইনের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ায় মিনিটের মধ্যেই দ্রুত সেবা প্রদান এবং ক্লাউডে

ওয়ান-হোপে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে।

হুয়াওয়ের সার্ভিস রাউটার ডোমেইন এর প্রেসিডেন্ট হাংক চেন বলেন, 'হুয়াওয়ে ১৯৯৫ সাল থেকে রাউটার গবেষণা ও উন্নয়নের (আর এ্যান্ড ডি) সাথে সম্পৃক্ত। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিনিয়োগের ফলে হুয়াওয়ে এখন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিমত্তার আইপি নেটওয়ার্ক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। নেটইঞ্জিন ৮০০০ সিরিজের বৃহৎ ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন এই রাউটারটি সফলভাবে সেবা প্রদান করছে, সেই সাথে এ খাতে আমাদের নেতৃত্ব অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছি। হুয়াওয়ে ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্কফোর্সে (আইইটিএফ) এসআরভি স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগের জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচারণা করছে। একই সাথে এসআরভি এর বাণিজ্যিক ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করতে সম্পৃক্ত সব অপারেটরগুলোকে হুয়াওয়ে সবসময় সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করে আসছে। এছাড়া অপারেটরগুলির ইন্টেলিজেন্ট এন্ড অটোম্যাটেড প্রোঅ্যাক্টিভ ক্যাপাসিটির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উন্নত করার লক্ষ্যে হুয়াওয়ে নিয়মিত গবেষণামূলক কাজ করছে।

৫জি সুবিধা প্রদানের জন্য হুয়াওয়ে ২০১৯ সালের এপ্রিলে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে প্রথম ইন্টেলিজেন্ট মেট্রো রাউটার সার্ভিসটি চালু করে। এই রাউটারটি ৫জি এর ব্যাপক চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম। জিএসএমএ এর গবেষণা বলছে, ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ১৩৬ কোটি ৫জি ব্যবহারকৃত মোবাইনফোন এবং ১৩০ কোটি ৫জি ব্যবহারকারী থাকবে। মোট পুরো মোবাইল নেটওয়াক্রের ৪০ শতাংশ ৫জি নেটওয়াক্রের আওতায় আসবে। গার্টনার পূর্বাভাস বলছে, ২০২১ সালের মধ্যে আইওটি সংযোগের ২৫০ কোটিতে পৌছাবে।

ফ্রস্ট অ্যান্ড সুলিভান পুরস্কারটি প্রদান করা হয় সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে যারা বৈশ্বিক বা ডোমেন মার্কেটে নেতৃত্ব, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, গ্রাহকসেবা এবং কৌশলগত পণ্য গবেষণা ও উন্নয়নে অসাধারন ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশে-ষকরা ইন্ডাষ্ট্রির সেরা সব পুরষ্কার বিজয়ীদের নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন রকমের ইন ডেপ্থ ইন্টারভিউ, বিশ্লেষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে যাচাই করে। হুয়াওয়ে নেটইঞ্জিন ৮০০০ সিরিজটি সার্ভিস রাউটার ফিল্ড এ পুরষ্কার জিতেছে এবং ইন্ডাষ্ট্রি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

■ তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট
অগ্রদূত ডেস্ক

ছড়া-কবিতা

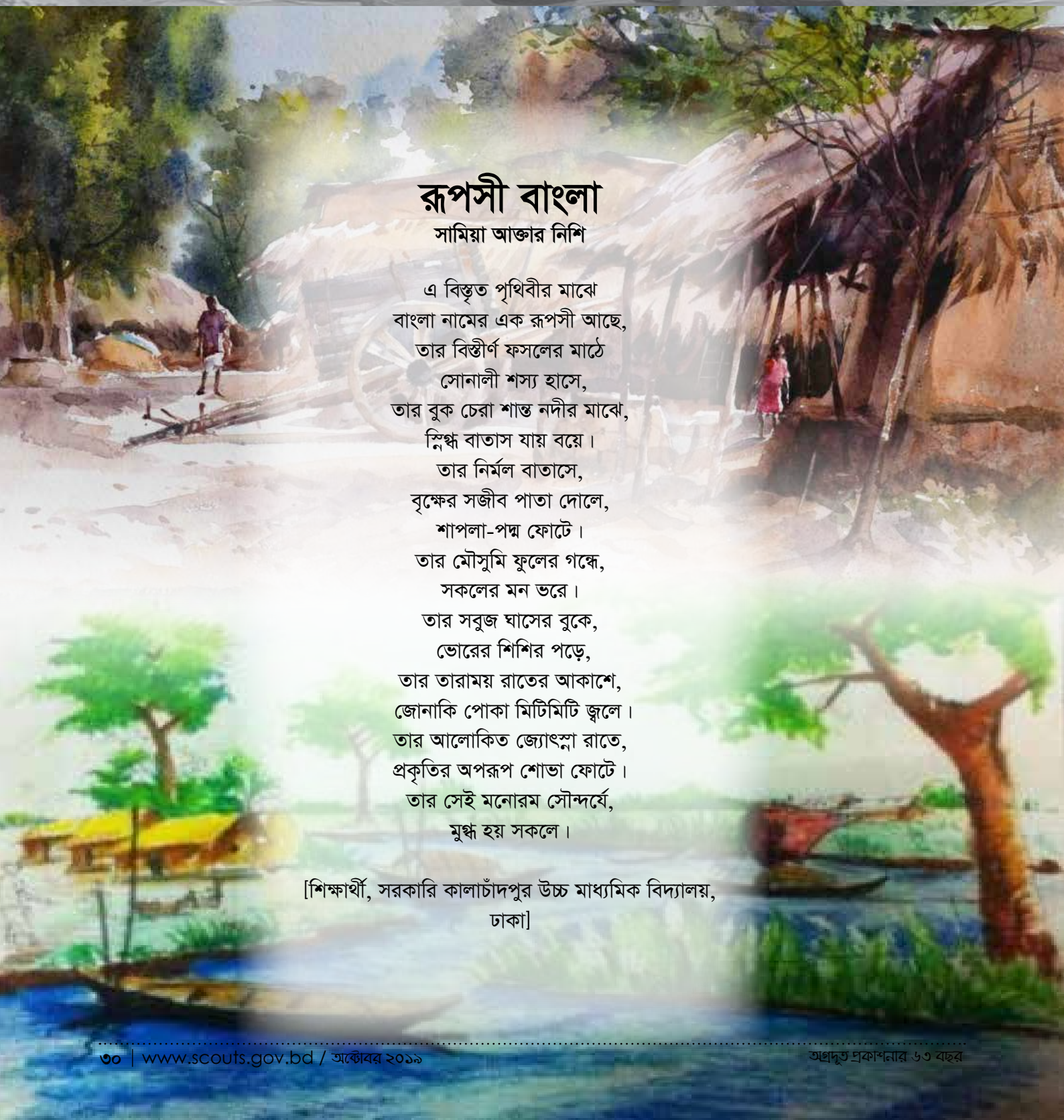

রূপসী বাংলা

সামিয়া আক্তার নিশি

এ বিস্তৃত পৃথিবীর মাঝে
বাংলা নামের এক রূপসী আছে,
তার বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠে
সোনালী শস্য হাসে,
তার বুক চেরা শান্ত নদীর মাঝে,
স্নিগ্ধ বাতাস যায় বয়ে।
তার নির্মল বাতাসে,
বৃক্ষের সজীব পাতা দোলে,
শাপলা-পদ্ম ফোটে।
তার মৌসুমি ফুলের গন্ধে,
সকলের মন ভরে।
তার সবুজ ঘাসের বুকে,
ভোরের শিশির পড়ে,
তার তারাময় রাতের আকাশে,
জোনাকি পোকা মিটিমিটি জ্বলে।
তার আলোকিত জ্যোৎস্না রাতে,
প্রকৃতির অপরূপ শোভা ফোটে।
তার সেই মনোরম সৌন্দর্যে,
মুগ্ধ হয় সকলে।

[শিক্ষার্থী, সরকারি কালাচাঁদপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.১০.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– 'সরকারি চাকরি আইন' কার্যকর।

০২.১০.২০১৯ ॥ বুধবার
– বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি ও ৩০টি বেসরকারি টেলিভিশনের আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু।
– বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি 'বানৌজা তিতুমীর'কে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড (জাতীয় পতাকা) প্রদান করে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

০৩.১০.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– চারদিনের সফরে ভারত যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

০৫.১০.২০১৯ ॥ শনিবার
– রংপুর-৩ সংসদীয় আসনের উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১০.১০.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– ভূমি-সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা দিতে '১৬১২২' নম্বরের হটলাইন চালু।

১১.১০.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– পাট ও পাটের মতো প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারে জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব তুলে ধরে বাংলাদেশ।

১৫.১০.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) ৪০তম রায় প্রদান।
– বিচার ও দণ্ডাদেশ কার্যকর করতে পলাতক আসামিদের বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে নতুন করে একটি টাস্কফোর্স গঠন।

১৬.১০.২০১৯ ॥ বুধবার
– ফিফা'র সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এক সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা সফরে ঢাকা আসেন।
– কুড়িগ্রাম-ঢাকা-কুড়িগ্রাম রুটে নতুন আন্তঃনগর ট্রেন 'কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস' চালু।

১৭.১০.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– জাতীয় ঐতিহাসিক দিনের সাথে সমন্বয় করে নতুন বাংলা বর্ষপঞ্জি কার্যকর।

২০.১০.২০১৯ ॥ রবিবার
– জাপান ও সিঙ্গাপুরে আট দিনের সরকারি সফরে ঢাকা ত্যাগ করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

২১.১০.২০১৯ ॥ সোমবার
– ঢাকায় বাংলাদেশ-ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নবম যৌথ কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২৩.১০.২০১৯ ॥ বুধবার
– ২,৭৩০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত করার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী।

২৪.১০.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– বহুল আলোচিত ফেনীর সোনাগাজীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত রাফি হত্যা মামলায় ১৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে রায় প্রদান করে ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল।
– ১৮তম এনএএম সম্মেলনে যোগ দিতে চারদিনের সফরে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিদেশের খবর...

০১.১০.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– অষ্ট্রিয়ার জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত।
– ব্যাপক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে গণচীন প্রতিষ্ঠায় ৭০ বছর পূর্তি উদযাপিত।
– আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) দ্বিতীয় নারী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বুলগেরিয়ার অর্থনীতিবিদ ক্রিষ্টিলিনা জর্জিয়েভা।

০৩.১০.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– জ্বালানি তেলে সরকারি ভর্তুকি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে ইকুয়েডরে জরুরী অবস্থা জারি।

০৫.১০.২০১৯ ॥ শনিবার
– সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কুর্দিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ঘোষণা দেয় তুরস্ক।

১০.১০.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– ১৯৮১ সালের পর প্রথমবারের মতো পুরুষদের ফুটবল ম্যাচ দেখার সুযোগ পায় ইরানের নারী দর্শকরা।

১১.১০.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– দুইদিনের সফরে ভারত যান চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।
– চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক স্থগিত করার ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

১৫.১০.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– হংকংয়ের গণতন্ত্রপন্থি আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে চারটি বিল কণ্ঠভোটে পাস।

১৭.১০.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুর্দিনের জন্য পাঁচদিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে তুরস্ক।
– হোয়াটস অ্যাপ ফোন কলে নজিরবিহীন ট্যাক্স আরোপের প্রেক্ষাপটে লেবাননে সহিংস বিক্ষোভ শুরু।

২০.১০.২০১৯ ॥ রবিবার
– টানা দ্বিতীয়বারের মতো ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জোকা উইদোদা।

২১.১০.২০১৯ ॥ সোমবার
– কানাডায় ৪৩তম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

২৩.১০.২০১৯ ॥ বুধবার
– চীনে বন্দি প্রত্যর্পণের সুযোগ রেখে করা প্রস্তাবিত বিল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে হংকংয়ের আইনসভা।

২৪.১০.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– ভারত পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম ভিসাহীন করিডর চুক্তি স্বাক্ষরিত।
– উত্তর সিরিয়া সীমান্তে তুর্কি ও রুশ সেনাদের যৌথ টহল শুরু।

■ সংকলন: অগ্রদূত ডেস্ক

ঢাকা মেট্রোপলিটন এর ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন এর ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত কাল ১৯ অক্টোবর ২০১৯ শনিবার ঢাকা জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন এর সভাপতি জনাব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান এর সভাপতিত্বে মেট্রোপলিটন স্কাউটস ভবনের নিজাম হলে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল এ প্রধান স্কাউট ব্যাক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব জনাব মো: শাহ্ কামাল । বিশেষ স্কাউট ব্যাক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: মোহসীন। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটনের কমিশনার জনাব মোঃ শামীমুল হক, সম্পাদক জনাব উত্তম কুমার হাজরা ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটনের সহ -সভাপতি ও সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ এর প্রিন্সিপাল ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটনের সহ-সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ঢাকা জনাব ফারজানা জামান।

২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন এর নির্বাহী কমিটির সদস্য, সহকারী কমিশনার গণ, ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস এর লিডার ট্রেনার, সহকারী লিডার ট্রেনার, মেট্রোপলিটন এলাকার থানা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি গণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, উপলাকা সম্পাদক গণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন এর সহকারী কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন জাবেদ। ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ প্রকাশিত হয়।

যে প্রত্যেক স্কাউটই স্কাউট আইন জানে। কিন্তু সে আইনে একটা বাড়তি বিষয় আছে। সেটা লেখা নেই, কিন্তু প্রত্যেক স্কাউট তা বোঝে। সেটা হল : 'স্কাউট বোকা নয়'। আর সে কারণেই স্কাউটেরা বাড়ন্ত বালক বলে ধূমপান করে না।

—স্কাউটিং ফর বয়েজ

কুমিল্লা জিলা স্কুল স্কাউট দলের বিশেষ টুপ মিটিং অনুষ্ঠিত

কুমিল্লা জিলা স্কুল স্কাউট দলের বিশেষ টুপ মিটিং বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। টুপ মিটিং পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা জেলার সভাপতি মোঃ আবুল ফজল মীর। এসময় তিনি স্কাউটের উদ্দেশ্যে বলেন- শিশু-কিশোর ও যুবকদের মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে স্কাউটিং ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। স্কাউটিংই পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে। তিনি স্কাউটের উদ্দেশ্যে আরো বলেন- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেম নিয়ে আগামী দিনে তোমরা যাতে দেশের নেতৃত্ব দিতে পারো, নিজেদেরকে এভাবে যোগ্য ও দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাশেদা আক্তার, বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটন, জিলা স্কুলের স্কাউট লিডার এবিএম ওবায়েদুল ইসলাম, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের সিনিয়র রোভারমেট রাসেল সরকার, কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর সাবেক সিনিয়র রোভার মেট কাজী জুবায়ের, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের গার্লস ইন রোভারমেট আমেনা বেগম মিলি, রোভার তুহিন। টুপ মিটিং শেষে স্কাউটদের দড়ির কাজ, প্রাথমিক প্রতিবিধান ও বিভিন্ন বৃক্ষ সম্পর্কে পরিচয় তুলে ধরা হয়। সবশেষে দেশের গানের মাধ্যমে টুপ মিটিং সমাপ্ত হয়।

ক্যান্টনমেন্ট কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সহচর দীক্ষা অনুষ্ঠান

২৭ অক্টোবর ২০১৯ সোমবার ক্যান্টনমেন্ট কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সহচর দীক্ষা অনুষ্ঠান কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ কমিটির সভাপতি মোঃ কবীর উদ্দিন খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ও কুমিল্লা জেলা রোভারের সহ-সভাপতি প্রফেসর মোঃ জহিরুল ইসলাম পাটোয়ারী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে রোভার স্কাউটের উদ্দেশ্যে বলেন- শিশু-কিশোর ও যুবকদের মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে স্কাউটিং ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। স্কাউটিংই পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে। অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন- কুমিল্লা জেলা রোভারের কমিশনার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য অধ্যক্ষ হাসান ইমাম মজুমদার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক ও কুমিল্লা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর লিডার ট্রেইনার আব্দুল মান্নান। কলেজ

রোভার স্কাউট লিডার ও জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার মোঃ শহিদুল ইসলাম এর পরিচালনায় নবাগত ১৪ জন রোভার ও ১৩ জন গার্লস ইন রোভার স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠের মাধ্যমে দীক্ষা গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্কাউট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এসময় নবাগত দীক্ষা প্রাপ্ত রোভারদেরকে স্কাউট ব্যাচ ও স্কার্ফ পরিধান করে বরণ করে নেওয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন রূপসী বাংলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইয়াছিনুর রহমান, কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের রোভার স্কাউট লিডার মোহাম্মদ মাহবুব আলম, ক্যান্টনমেন্ট কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ ফারুক হোসেন, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কবিবুর রহমান সহ সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের সিনিয়র রোভারমেট রাসেল সরকার, কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর সাবেক সিনিয়র রোভার মেট কাজী জুবায়ের। দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক রোভার সহচর দীক্ষা অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিক সমাপ্ত ঘোষণা করে কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ কবীর উদ্দিন খান।

কুড়িগ্রামে পালিত হলো বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস

'সকলের হাত পরিচ্ছন্ন থাক' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে কুড়িগ্রামে পালিত হলো বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৯

মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে শহরের প্রধার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন। তিনি নিজ হাত ধোয়ার মাধ্যমে দিবসটির শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। পরে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী, কাব, স্কাউট, ও রোভারদের মধ্যে সাবান বিতরণ করা হয় এবং সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া শিখানো হয়।

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসের মূল লক্ষ হল, সব দেশের মানুষকে পরিষ্কার-পরিছন্নতার জন্য সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার আওতায় নিয়ে আসা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সঠিক ভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ডায়রিয়া সহ বিভিন্ন রোগ-প্রতিরোধের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।

উক্ত দিবসটি জেলা প্রশাসক ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অভিদপ্তরের আয়োজনে এবং Terredes Hommes, BRAC, SONGO, Friendship, QUK এর সহযোগিতায় পালিত হয়।

■ খবর প্রেরক- মোঃ জাকির হোসেন।
কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রামে জাতীয় কমিশনার (প্রোজেক্ট) মহোদয়ের সাথে মত বিনিময় সভা

১৭ অক্টোবর ২০১৯ জাতীয় কমিশনার (প্রোজেক্ট) জনাব মোঃ মোহসীন কুড়িগ্রাম সফরে এসে বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলার নেতৃবৃন্দের সাথে এক মত-বিনিময় সভায় মিলিত হন।

কুড়িগ্রাম জেলার কালেক্টরেট সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক জনাব মোছাঃ সুলতানা পারভীন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জনাব মোহসীন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোজেক্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং কুড়িগ্রাম জেলা স্কাউট ভবন সম্প্রসারনের জন্য বরাদ্দ প্রদানের ঘোষনা দেন।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ শামছুল আলম, জেলা স্কাউট কমিশনার মোশাররফ হোসেন, সম্পাদক মোঃ শাহাবুদ্দিন এলটি, দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রতিনিধি সুলতানা আরজুমা

হক এএলটি, লিডার ট্রেনার খন্দকার খায়রুল আনম, অতুল প্রসাদ সরকারসহ জেলা স্কাউটস নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও জেলা সদরের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রধান শিক্ষক এবং জেলা প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থেকে জেলার স্কাউটিং সম্প্রসারণে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় কমিশনার মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরন করেন জেলা স্কাউটস এর নেতৃবৃন্দ।

■ খবর প্রেরক- খন্দকার খায়রুল আনম, এলটি
অগ্রদূত প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম জেলা

সিলেটে বিভাগীয় পর্যায়ে স্কাউটিং সংক্রান্ত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

সিলেটে বিভাগীয় পর্যায়ে স্কাউটিং সংক্রান্ত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ২১ অক্টোবর ২০১৯ সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ও বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ-কমিশনার (আইসিটি) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান- পিএএ।

আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার এর পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সভাপতি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেটের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মজিদুল ইসলাম, সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম, সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক আব্দুল আহাদ, মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরিন, হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক মাহমুদুল কবীর মুরাদ, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের কোষাধ্যক্ষ স.ব.ম দানিয়াল, যুগ্ম সম্পাদক ইসমাইল আলী বাচ্চু, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), মোঃ আব্দুল আজিজ, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ এমদাদুল হক সিদ্দিকী, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সমাজউন্নয়ন) মুহিউছছুন্নাহ চৌধুরী নার্জিস, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (উন্নয়ন) ফয়জুল আক্তার চৌধুরী, সিলেট অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর কবীর আহাম্মদ, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাজমা আক্তার, সিলেটের জেলা শিক্ষা অফিসার অনিল কৃষ্ণ মজুমদার, সুনামগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মৌলভাবাজার জেলা শিক্ষা অফিসার এ.এস.এম আব্দুল ওয়াদুদ, হবিগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ রুহুল্লাহ, মৌলভীবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মালেকা পারভীন, হবিগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ স্কাউটস, হবিগঞ্জ জেলা কমিশনার কাজী মোঃ কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলা কমিশনার মামুন আহমদ, বাংলাদেশ স্কাউটস, সুনামগঞ্জ জেলা কমিশনার ফয়েজুর রহমান, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলা সম্পাদক মোঃ মকব্বির আলী, বাংলাদেশ স্কাউটস, সুনামগঞ্জ জেলা সম্পাদক মোঃ তাহির আলী তালুকদার, বাংলাদেশ স্কাউটস, হবিগঞ্জ জেলা সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ স্কাউটস, মৌলভীবাজার জেলা সম্পাদক মোঃ ফয়জুর রহমান, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট মেট্রোঃ জেলা সম্পাদক মোঃ ওয়াহিদুল হক, প্রাক্তন সম্পাদক আব্দুল ওয়াহিদ, বাংলাদেশ স্কাউটস, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দায়িত্বপাপ্ত সহকারী পরিচালক আতাউর রহমান, সিলেট অঞ্চলের অফিস সুপার অজয় কুমার দে প্রমুখ।

■ খবর প্রেরক- খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
সিলেট জেলা প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১ম আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল এর পরিচালনায় গত ২৩-২৭ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহে ''১ম আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী" আয়োজন করা হয়। "আমাদের দেশ, আমরাই গড়ব" এই থীম সামনে রেখে প্রথম আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পুরীতে ১১৫ টি ইউনিট অংশগ্রহণ করে।

ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণলয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে. এম খালিদ, এমপি, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: মোহসীন, জাতীয় কমিশনার(প্রকল্প), বাংলাদেশ স্কাউটস ও অতিরিক্তি সচিব, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মো: মিজানুর রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ জেলা ও জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ জেলা এবং জনাব সূবর্ণা সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. গাজী হাসান কামাল, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল ও চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ।

ক্যাম্পুরীতে প্রত্যেক কাব স্কাউট এর প্রতিভাকে ১০(দশ) টি কার্যক্রম বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপস্থাপনার সুযোগ দেয়া হয় যা ''আনন্দ" নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রাতঃকালীন কাজ, নামাজ/প্রার্থনা সেরে প্রত্যেককে দিনব্যাপী কর্মসূচি অনুসরণ করে নিদ্রা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে ''আনন্দ"-এ অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি ''আনন্দ"-এ কাব স্কাউটদের সাথে আকেলা বা কাব স্কাউট লিডার আবশ্যিকভাবে উপস্থিত উপস্থিত ছিল। ইউনিট লিডারগণ কোন কাবদের কার্যক্রম ''আনন্দ"-এ অংশগ্রহণ করতে না পারলেও "উদযাপন-০৩: উডব্যাজ রি-ইউনিয়ন"-এ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এছাড়াও বর্তমান ও প্রাক্তন টপ অ্যাচিভারবৃন্দ শাপলা কাব রি-ইউনিয়ন-এ অংশগ্রহণের সযোগ পায়। ২৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ মহা থাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব শরীফ আহমেদ এমপি, প্রতিমন্ত্রী, সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ ও পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল এবং জনাব আনার কলি মাহবুব, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, শেরপুর জেলা ও জেলা প্রশাসক, শেরপুর জেলা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. গাজী হাসান কামাল, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল ও চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ।

■ খবর প্রেরকঃ মোঃ এখলাস উদ্দীন
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস
ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা

স্কাউটিং বর্তমানে সুন্দর পৃথিবী তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে

বাংলাদেশ স্কাউটস- কুমিল্লা জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ৬২তম জাম্বুরী ওন দ্যা এয়ার, ২৩তম জাম্বুরী ওন দ্যা ইন্টারনেট ২০১৯ এর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন কুমিল্লা জেলা রোভারের কমিশনার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য অধ্যক্ষ হাসান ইমাম মজুমদার। এ সময় তিনি রোভার স্কাউটদের উদ্দেশ্যে বলেন- স্কাউটিং বর্তমানে সুন্দর পৃথিবী তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইন্টারনেটে জাম্বুরীতে অংশগ্রহন করার মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, নিজেদেরকে দেশ ও বিদেশে স্কাউটদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলা রোভারের সহকারি কমিশনার ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী, সহকারি কমিশনার ও অজিতগুহ মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ মো: মোস্তাক আহাম্মদ, যুগ্ম-সম্পাদক ও কুমিল্লা মডেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটন। কুমিল্লা জেলা রোভার স্কাউট লিডার মাইন উদ্দিন খন্দকার ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রাসেল সরকার এর পরিচালনায় ৬২তম জাম্বুরী ওন দ্যা এয়ার, ২৩তম জাম্বুরী ওন দ্যা ইন্টারনেট এ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট, কুমিল্লা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা অজিতগুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা মুক্ত রোভার স্কাউট দল এর শতাধিক রোভার ও গার্লস ইন রোভার।

■ খবর প্রেরকঃ কুমিল্লা জেলা প্রতিনিধি

ফরিদপুরে রোভারের ৭ম রিভার র‍্যাফটিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ফরিদপুর জেলা রোভার আয়োজিত ৭ম (২৬-০৯-১৯) রোভার রিভার র‍্যাফটিং ক্যাম্প ২০১৯ ছিলো অসাধারণ রোমাঞ্চকর

ও অনেক মজাদার, তার সাথে ছিলো অনেক আনন্দময় মূহুর্ত। মুন্সীগঞ্জ থেকে ৪ ঘন্টা সময় লেগেছে ফরিদপুর সদরে আর ফরিদপুর সদর থেকে ২ ঘন্টা সময় লেগেছে টলারে (ইঞ্জিন চালিত স্টিলের নৌকা) নর্থ চ্যানেল ইউনিয়ন যেখানে আমাদের ক্যাম্প এর ভেন্যু ফরিদপুর জেলা রোভার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছিলো। টলারে যাওয়ার পথে পদ্মানদীতে ছিলো অনেক স্রোত। সেই স্রোত কে অতক্রম করে আমরা আমাদের ক্যাম্পের ভেন্যুতে পৌছাই। উক্ত ক্যাম্প চিফ ছিলেন ফরিদপুর জেলা রোভার এর সম্পাদক জহুরুল ইসলাম (এলটি)। র‍্যাফটিং বলতে আমরা বুঝি ভেলা ভাসানো, তার সাথে নদি ও চাষাবাদ সম্পর্কিত মোটামুটি প্রাথমিক ধারণা ও গ্রামবাসীদের বিভিন্ন ভাবে সচেতন ও গাছের চারাগাছ প্রদান করার মাধ্যমেই আমরা রিভার ক্যাম্প টি সফল করে তুলি। ক্যাম্পে রোভার ও গার্ল ইন রোভার মিলে প্রায় ১২০ জন প্রার্টিসিপেন্ট ছিলো ফরিদপুর সহ ১২ জেলার রোভার রা এতে অংশগ্রহণ নেন। উপদল ভিত্তিতে উপদল করা হয়ে ছিলো আমি যে উপদলে ছিলাম তার নাম হচ্ছে কুমার, বলে রাখা ভালো যেহেতু নদি নিয়ে রিভার র‍্যাফটিং ক্যাম্পটি তাই নদির নামেই আমাদের উপদলের নাম করন করা হয়। আর আমি কুমার উপদলের সদস্য ছিলাম অনেকে কুমার উপদলকে মজা করে রাজ কুমার ও বলতো। আমি ৩য় দিন আর এম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলাম যার ফলে পর পর ২ দিন আমরা পরিদর্শনে প্রথম হয়েছি। আমাদের গ্যাজেট গুলো ছিলো ইউনিক। প্রোগ্রাম শেষে ক্যাম্প ফায়ারের দিন আমরা একটি নাটক উপস্থাপন করি নাটকের টাইটেল ছিলো মশক মুক্ত সমাজ গঠনে রোভারিং সেখানে আমি ডক্টর এর ভূমিকায় অভিনয় করি। তাছাড়া প্রতিটি উপদলের পরিবেশনা ছিলো অত্যান্ত সৃজনশীল ও চমৎকার। শেষের দিন এমনি বিদায়ের পালা ৫ দিন কাটানো পরিবারের কাছ থেকে চলে যাওয়াটা একটি বেদনাদায়ক ছিলো। তার পর আমরা ৩০ তারিখ আমরা সবাই যার যার বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা হই। রাত ৮ টার সময় মুন্সীগঞ্জে আমাদের নিজ বাড়িতে চলে আসি।

■ খবর প্রেরকঃ মিনহাজুল ইসলাম
মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের কার্যকারী নির্বাহী কমিটি সভা অনুষ্ঠিত

১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি, সকাল ১০,৩০ মিনিটে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে শহীদ শামসুদ্দিন সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার এর কার্যনিবাহী কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন নবাগত জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ জনাব ড, ফারুক আহাম্মদ। সভাপতি মহাদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেন সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার এর কমিশনার প্রফেসর মোঃ আমিনুল ইসলাম (এল,টি), সম্পাদক মোঃ সামসুল হক (এ,এলটি), কার্যনিবাহী কমিটির সকল সদস্য ও রোভার ও গার্লইন রোভার দলের সদস্যগণ।

সভায় প্রথমে স্বাগতবক্তব্য রাখেন প্রফেসর মোঃ আমিনুল ইসলাম, (এল,টি) কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার সিরাজগঞ্জ। বিগত বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ সামসুল হক । সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফিরোজ মাহমুদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সিরাজগঞ্জ, ও সহ -সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা, রোভার সিরাজগঞ্জ, সে সময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন মোঃ হাবিবুলাহ সিদ্দিকি, যুগ্ম -সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা, মু, আবীদ রোকনী, কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার এবং জেলা রোভারের কর্মকর্তাসহ রোভার লিডার ও রোভারগণ। কার্যনির্বাহী সভার আলোচ্যসুচি বিষয় ছিল : -নবাগত জেলা প্রশাসক মহাদয়ের বরণ। (২) বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। (৩) বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও সিদ্বান্ত গ্রহণ। (৪) রোভার ভবণ নির্মানের ফি আদায় করণ প্রসংগে (৫) নির্বাহী কমিটি মেয়াদ বর্ধিত করা এবং (৬) বিবিধ বিষয়।

■ খবর প্রেরকঃ মোঃ হোসেন আলী (ছোট্ট)
অগ্রদূত জেলা প্রতিনিধি, সিরাজগঞ্জ।

সিরাজগঞ্জে ২৬০তম রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের ব্যাবস্থাপনায় ২৬ অক্টোবর

২০১৯ খ্রি, সকাল ৯টায় ২৬০ তম রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ড, ফারুক আহাম্মদ জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস. সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী রোভার লিডার ওরিয়েনন্টেশনের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রফেসর মোঃ আমিনুল ইসলাম (এলটি) কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার সিরাজগঞ্জ। সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সামসুল হক. (এ. এল,টি) সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার সিরাজগঞ্জ। মু.আবীদ রোকনী কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ স্কাউটস. সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার সিরাজগঞ্জ। মোঃ আবুল কাসেম আজাদ. সহকারী কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস. সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার সিরাজগঞ্জ, মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন সহকারী কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস. সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার সিরাজগঞ্জ। মোঃ মহসিন আলী গ্রুপ সম্পাদক ও আর. এস. এল সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটাটিউট সিরাজগঞ্জ। রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশনে রেজিস্টেশনের দায়িত্ব পালন করেন মোঃ হোসেন আলী (ছোট্ট) আর. এস.এল হিলফুল ফুয়ুল মুক্ত রোভার দল, সিরাজগঞ্জ। এবং মোঃ হাসিব উদ্দিন সেখ. আর এস, এল হিলফুল ফুয়ুল মুক্ত রোভার দল. সিরাজগঞ্জ। দিনব্যাপী রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশনে সিরাজগঞ্জ জেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে রোভার ইউনিট পরিচালনার জন্য এ ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন শেষে ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন সিরাজগঞ্জ জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস. সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার সিরাজগঞ্জ জনাব ড. ফারুক আহাম্মদ।

■ খবর প্রেরকঃ .....

খুলনায় গার্ল ইন রোভার মেট কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগ এর অর্থায়নে ও বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল এর সহযোগীতায়, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা জেলা রোভার এর ব্যবস্থাপনায় শুধু মাত্র গার্ল ইন রোভার দের জন্য মেট কোর্স গত ২৪-২৮ শে অক্টোবর ২০১৯ ইং পর্যন্ত খুলনা সরকারি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এ অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৪ শে অক্টোবর বিকাল ৩ টায় কোর্স এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ কাজী নেয়ামুল শাহীন। ৫ দিন ব্যাপী কোর্স টি তে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। উক্ত কোর্স টি তে খুলনা জেলা রোভার এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৪৬ জন ও গোপালগঞ্জ হতে ৪ জন সহ মোট ৫০ জন গার্ল ইন রোভার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

কোর্স এ প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন রোভার অঞ্চলের সম্মানিত ডি আর সি (ট্রেইনিং) জনাব আলহাজ শিকদার রুহুল আমিন-এলটি (কোর্স লিডার), জনাব তাপস কান্তি সমদ্দার-এলটি, জনাব শংকর কুমার সানা-উডব্যাজার, জনাব মাহমুদ হোসেন-উডব্যাজার (কোয়ার্টার মাস্টার), জনাব রেবেকা সুলতানা -সি এ এল টি সম্পন্নকারী, জনাব রেহানা আক্তার-সি এ এল টি সম্পন্নকারী, জনাব তৃপ্তি রানী মন্ডল-সি এ এল টি সম্পন্নকারী, ফাতেমাতুজ্জোহরা-সি এ এল টি সম্পন্নকারী, জনাব খালেদা বেগম- সি এ এল টি সম্পন্নকার এবং জনাব শফিকুল ইসলাম-সি এ এল টি সম্পন্নকারী। ২৭ শে অক্টোবর ২০১৯ এ তাবু জলসা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব প্রাণকৃষ্ণ মন্ডল। উক্ত তাবু জলসা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন খুলনা বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি প্রফেসর মোঃশহিদুল ইসলাম-এল টি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব দেলোয়ার হোসেন-এল টি। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভার স্কাউট নেতা জনাব সুব্রত সাহা-এ এল টি, জেলা রোভার এর সম্মানিত কমিশনার প্রফেসর এ মজিদ খান, সহ-সভাপতি জনাব মকবুল হোসেন জোয়ার্দার, শাহপুর মধুগ্রাম কলেজ এর সম্মানিত অধ্যক্ষ প্রফেসর আমিনুর রহমান, দিঘলিয়া এম এ মজিদ কলেজ এর অধ্যক্ষ প্রফেসর নুরুজ্জামান, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান সহ আরো অনেকে। ২৮ শে অক্টোবর অংশগ্রহণ কারী দের সনদ বিতরণ এর মাধ্যমে কোর্স এর সমাপ্তি ঘটে। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ছিলেন সোমা দাস, সাদিয়া কবির পৃথা, সায়মা প্রমুখ।

■ খবর প্রেরকঃ এস, এম, মাহফুজুল ইসলাম
খুলনা জেলা

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

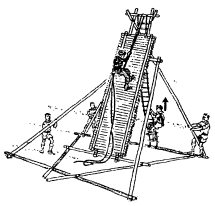

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

ফয়সাল মাহমুদ (আদর)
সরকারি মূক ও বধির বিদ্যালয়
মিরপুর-১২০৬।

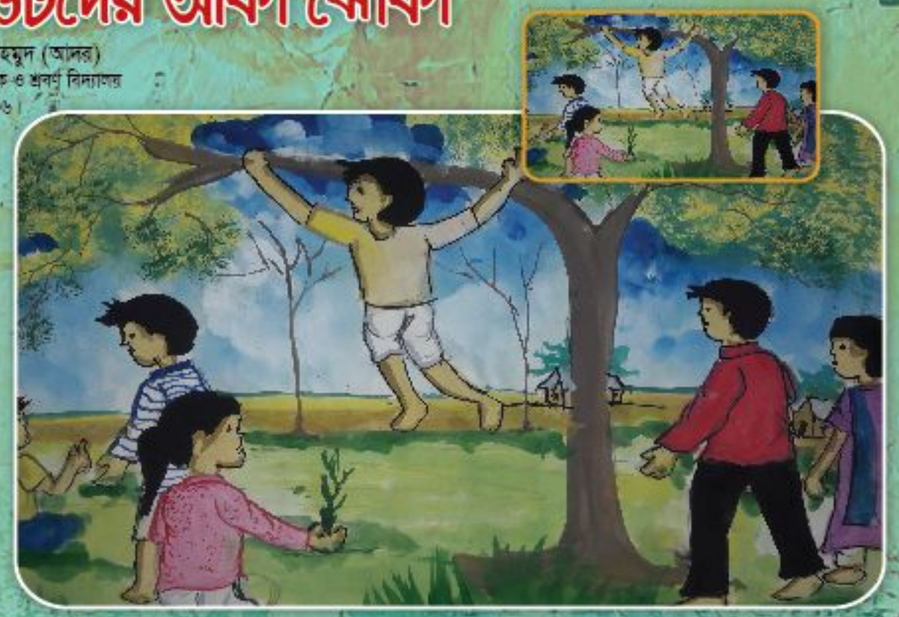

ইমন হোসেন
উইলিয়াম অ্যান্ড মেরি টেইলর স্কুল, সি আর পি, সাভার